জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

কার্কির ঘোষণা

রবিবার নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেন সুশীলা কার্কি। ঘোষণা করলেন ৫ মার্চ দেশের নির্বাচন। বিদ্রোহে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের শহিদের মর্যাদা দেবে নেপাল সরকার

প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস

শেষলগ্নে বর্ষা। তবে পুরোপুরি বিদায়ের আগে রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোম ও মঙ্গলে কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। উত্তরে ভারী বৃষ্টি

শিলিগুড়ি-সহ উত্তর কাঁপল ভূমিকম্পে, অনুভব শহরেও

সন্দেশখালির শ্রমিককে বাংলা বলায় ছুরির কোপ টাটানগরে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১৩ ● ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ২৯ ভাদ্র ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 113 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 15 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

১৬ ও ২০ সেপ্টেম্বর মডেল উত্তরপত্র দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে

দু’দফার পরীক্ষাই নির্বিঘ্নে

প্রতিবেদন : স্বচ্ছতা বজায় রেখে দ্বিতীয় দফায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির এসএসসি পরীক্ষা মিটল নির্বিঘ্নে। এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে নানান সময়ে নানানরকম কথা হয়েছে। তবে এবার বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কমিশন। সেদিন সেই রকম কিছু পদক্ষেপের কথাই উল্লেখ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এইবার প্রথম সরকারি ওয়েবসাইটে মডেল উত্তরপত্র তুলে দেওয়া হবে।

চলতি বছরেই প্রথম ওএমআর শিটে হয়েছে এবং সেই উত্তরপত্রের কার্বন কপি পরীক্ষার্থীরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন। মন্ত্রী জানান, নবম-দশমের মডেল উত্তরপত্র প্রকাশ ১৬ সেপ্টেম্বর। একাদশ-দ্বাদশের উত্তরপত্র ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। দু’বছর তা সংরক্ষিত থাকবে।

আবেদনকারীদের ওই মডেল উত্তরপত্র নিয়ে কিছু বলার থাকলে কমিশনের ওয়েবসাইটে তা জানাতে হবে। ৫ দিন সময় মিলবে এর জন্য। এর পরে আপলোড করা হবে ফাইনাল উত্তরপত্র। তারপর ওয়েবসাইটে পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেখানে থাকবে নম্বরও। ওএমআর কপিগুলির স্ক্যান করা ছবি প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সংরক্ষণ করবে ১০ বছর। নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রকাশের পর জানানো হবে, কারা ইন্টারভিউয়ের জন্য যোগ্য। এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, নভেম্বর থেকে ইন্টারভিউ শুরু হবে। ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের মধ্যে নিয়োগ সম্পূর্ণ হবে।

আজ পরীক্ষা দিয়েছেন ২ লক্ষ ৪৬ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী। আবেদনকারীর ৯৩ শতাংশই পরীক্ষায় বসেছেন। রবিবার একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার। এদিন সমস্ত শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক, (এরপর ১২ পাতায়)

মিত্র ইনস্টিটিউশনে পরীক্ষা দেওয়ার আগে রোল নম্বর খুঁজে নিচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা।

একনজরে এসএসসি

- দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা দিয়েছেন ২,২৯,৮৯৭। উপস্থিতি ৯৩ শতাংশ
- ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩,৫১৭
- ওয়েবসাইটে নবম-দশমের মডেল উত্তরপত্র তুলে দেওয়া হবে ১৬ সেপ্টেম্বর ও একাদশ-দ্বাদশের ২০ সেপ্টেম্বর
- পাঁচদিন সময় দেওয়া হবে আবেদনকারীদের পরামর্শের জন্য। পরে পার্সোনালিটি টেস্টের তালিকা প্রকাশ
- প্যানেলের মেয়াদ দু’বছর। লিখিত পরীক্ষার ওএমআরও দু’বছর থাকবে। স্ক্যান কপি থাকবে ১০ বছর

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

শান্ত

জীবন মধ্যাহ্নের সান্ধ্য স্বপনে
নীরব গগনে কখনও শয়নে
বিবেক আবেগের পূর্ণিমা লগ্নে
মনটা রাখোগো মন-অঙ্গনে।

পাখির কলে-কলেবরে
সবুজ বনের অরণ্য ভরে
নদীর জলের কোলাহলে
শান্ত পৃথিবীর শান্তির কোলে।

রাস্তার ধুলোর প্রান্তরে
সব মানুষের অন্তরে
জীবনকে দিও পুণ্য করে
ধনধান্যে পুষ্প ভরে।

অট্টহাসিতে কাঁপিয়ে আকাশ
সুরের আলোকে ভাসুক বাতাস
মাটির গন্ধে বৃষ্টির রূপ
আসবে আলো, বইবে শ্বাস।।

সাংবাদিক বৈঠকে ব্রাত্য বসু, সিদ্ধার্থ মজুমদার, বিনোদ কুমার।

এবারেও বহু বহিরাগত, হাল বোঝা গেল বিজেপি রাজ্যের

প্রতিবেদন : নবম-দশমের পর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগের পরীক্ষার দিনও দেখা গেল বিজেপিশাসিত রাজ্য থেকে বাংলাতে নিয়োগের পরীক্ষা দিতে আসছেন শিক্ষিত বেকাররা। এর থেকেই প্রমাণিত সে-রাজ্যে যেমন বেকারদের চাকরি দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেই তেমনই চাকরির পরীক্ষাও শিকেয়। একইসঙ্গে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বিজেপিশাসিত রাজ্যে গিয়ে বাঙালিদের হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে আর এই রাজ্যে সেই ছবি একেবারে উল্টো। বরং পরীক্ষার্থীদের সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে বাংলার সংস্কৃতি কোনওদিন পুশব্যাকে বিশ্বাস করে না। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এদিন একেবারে ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। বলেন, ৭ সেপ্টেম্বর ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন ৩১,৩৬২ জন। ১৪ সেপ্টেম্বর ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থী ১৩,৫১৭ জন। এদের মধ্যে বড় অংশ এসেছেন উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের চাকরিপ্রার্থী। সেই ডবল ইঞ্জিন সরকারের (এরপর ১২ পাতায়)

পাকিস্তানকে এশিয়া কাপে হারাল ভারত

প্রতিবেদন : **এশিয়া কাপে ভারত হারাল পাকিস্তানকে। প্রথমে ব্যাটে করতে নেমে পাকিস্তান ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়। কুলদীপ নিলেন ৩টি উইকেট, বুমরা ও অক্ষর ২টি করে। ভারত ব্যাট করতে নেমে ঝড় তোলেন অভিষেক শর্মা। ১৩ বলে ৩১ রান করেন। তিলক বর্মাও ৩১ রান করেন। অপরাজিত ৪৭ রান করে দলকে জেতালেন অধিনায়ক সূর্যকুমার।**

জলে ফেলেই খুন করা হয়েছে মেয়েকে যাদবপুর-কাণ্ডে বিস্ফোরক মন্তব্য বাবার

প্রতিবেদন : যাদবপুরের পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলের বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ। স্পষ্ট জানালেন তাঁর মেয়েকে কেউ বা কারা ঝিলের জলে ফেলে দিয়েছিল। কেন ঝিলের জলে ফেলা হয়েছিল? বাবার অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে কেউ হয়তো প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল। অনামিকা তা প্রত্যাখ্যান করার কারণেই তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঝিলের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

অনামিকা সাঁতার জানত না, সে কারণেই ডুবে গিয়েছে।

অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যুর পর ৭২ ঘণ্টা একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি বাবা অর্ণব মণ্ডল। রবিবার মুখ খুললেন। বললেন কেউ বা কারা ঝিলের পাশে ইউনিয়ন রুমের কাছে ওকে ডেকেছিল সেই কারণেই ও এসেছিল। এরপর কেউ হয়তো ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ঝিলের জলে। (এরপর ১০ পাতায়)

আরজি করের ডাক্তারি পড়ুয়া খুনে ধৃত পড়ুয়া চিকিৎসক

প্রতিবেদন : মালদহের হোটেলে ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুতে গ্রেফতার করা হল এক ডাক্তার ছাত্রকে। আরজি কর হাসপাতালের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী অনিন্দিতা সোরেনের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় মালদহ থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম উজ্জ্বল সোরেন। পুরুলিয়ার উজ্জ্বল মালদহ মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস পড়ুয়া। মৃত ছাত্রীর সঙ্গে ধৃত উজ্জ্বলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার কারণেই উজ্জ্বলকে বিয়ের কথা বলেছিলেন অনন্দিতা। সেই থেকে দু’জনের মধ্যে অশান্তি শুরু। এরপরে মালদহের হোটেলে ডেকে বিষ খাইয়ে তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। তদন্তে নেমে শনিবার রাতেই উজ্জ্বলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। হেফাজতে নিয়ে পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের মেয়ে অনিন্দিতা। বড় ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন (এরপর ১০ পাতায়)

মৃত অনিন্দিতা সোরেন। ধৃত উজ্জ্বল সোরেন।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 September, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৭৬ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬-১৯৩৮) এদিন হুগলির দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মীয়-বন্ধুর আগ্রহে সাহিত্য-জগতে অবতীর্ণ হন। 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' ও 'পথ নির্দেশ' প্রকাশিত হলে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করে। অবশ্যই শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় তিনি সাহিত্যজীবী। তবে এর বাইরেও তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী। মহাত্মা গান্ধীর সব মত মেনে না নিলেও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সম্ভবত বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত মেলামেশার অভিজ্ঞতা থেকেই 'পথের দাবী'র কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচীর মধ্যে তিনি বিপ্লবীদের একটি 'টাইপ' তৈরি করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এই গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করে। বড়দিদি (১৯১৩), পল্লীসমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত (চার খণ্ডে ১৯১৭-১৯৩৩), দত্তা

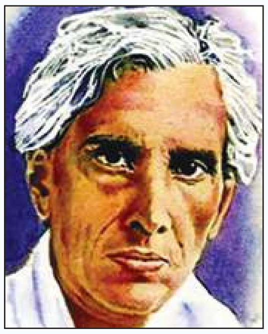

(১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), পথের দাবী (১৯২৬), পরিণীতা (১৯১৪), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১) ইত্যাদি তাঁর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার দরুন তিনি 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' নামে খ্যাত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পান। এছাড়াও, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডিলিট' উপাধি পান ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। অনিলা দেবী ছদ্মনামে তাঁর কয়েকটি রচনা যমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকের বহু উপন্যাস ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলোতে অনূদিত হয়েছে।

১২৫৪ মার্কো পোলো

(১২৫৪-১৩২৪) এদিন ভেনিসে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে মার্কো পোলোর অবস্থান অনন্য। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই দুর্গম ও বিপজ্জনক পথে পৃথিবী চষে বেড়ানোর জন্য বের হয়ে যান তিনি। পায়ে হেঁটেই জয় করেছিলেন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ। তখন ইউরোপে কাগুজে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। তিনিই চিন থেকে কাগজের মুদ্রার ধারণা নিয়ে আসেন ইউরোপে। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা জয় করার পেছনে আছে তাঁর দুঃসাহসিক জীবনের অনুপ্রেরণা। সিল্ক রোড পাড়ি দিয়ে চিন দেশে এসে পৌঁছনো পশ্চিমের ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম। ইউরোপীয়দের কাছে চিনের তৎকালীন নাম ছিল ক্যাথে। এ-ছাড়া তিনি সর্বপ্রথম ইউরোপীয় হিসেবে মঙ্গোলদের সাম্রাজ্যে পদার্পণকারীদের অন্যতম। সে সময় মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন কুবলাই খান। মার্কো পোলোর বই 'লিভ্রে দেস মারভেলেস দ্যু মন্দে' (অর্থাৎ, বিস্ময়কর পৃথিবীর বর্ণনা) সমগ্র ইউরোপের সঙ্গে এশিয়া এবং চিনের পরিচয় করিয়ে দেয়।

২০০৮ ওয়াল স্ট্রিটে বিপর্যয়

দেখা দিল এদিন। আমেরিকার চতুর্থ বৃহত্তম বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক লেম্যান ব্রাদার্স এদিন দেউলিয়া হয়। ধস নামে শেয়ার বাজারে। বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কবলে পড়ে।

১৯৩৫ হিটলারের

জার্মানিতে এদিন নাৎসিরা নিয়ে এল নয়া নুয়েমবারগ আইন। এই আইনে ইহুদিদের যাবতীয় মানব অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। তারা নাগরিকত্ব হারাল। তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকারটাও কেড়ে নেওয়া হয়। ন্যায়বিচার লাভের অধিকার হারিয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো নিরন্তর ভয়ের মধ্যে বাস করাটাই তাদের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়।

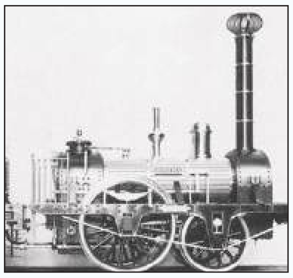

১৮৩০ বিশ্বের প্রথম রেল দুর্ঘটনার

বলি হন উইলিয়াম হাকিন্সন। তিনি ব্রিটিশ এমপি এবং প্রাক্তন ক্যাবিনেট সদস্য ছিলেন। জর্জ স্টিভেন্সনের নব আবিষ্কৃত রকেট 'স্টিম' ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ি এদিন লিভারপুল ও মাঞ্চেস্টারের মধ্যে দৌড় শুরু করে। উদ্বোধন করতে এসেছিলেন ডিউক অফ ওয়েলিংটন। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য রেললাইন পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার বলি হন হাকিন্সন।

নজরকাড়া ইনস্টা

কোয়েল

গৌরব

সোনাক্ষী

পার্টির কর্মসূচি

ডানকুনি টাউন ৮ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস ও শাখা সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল। ছিলেন শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর ও কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর সংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সম্পাদিকা শিল্পী চট্টোপাধ্যায়, শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষকুমার সিং প্রমুখ।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯৬

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
	■	৬			■	৭	■
৮	৯	■	■	১০			■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
■		■	১৫		১৬	■	
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			

পাশাপাশি : ১ সঙ্গীতের প্রকারভেদ ৩. যে ব্যক্তি নবাবি চালে চলে ৫. জল ৬. স্ত্রীলোকের পিত্রালয় ৮. কিস্তি, বার ১০. মৌমাছি ১১. প্রশ্ন, অনুসন্ধান ১৩. বহু বা বিবিধ ১৫. ঢেউ ১৮. হিন্দুদের এক পদবি ১৯. দিঘি ২০. ফরসা, উজ্জ্বল।

উপর-নিচ : ১. পূর্ণাঙ্গ ২. বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেত্রী ৩. পরিখা ৪. ধূর্ত, ধড়িবাজ ৫. মেষ ৭. উচ্চতম স্বর্গ ৯. আধিক্য ১২. দস্যুবৃত্তি ১৪. বর্ম, সাঁজোয়া ১৬. প্যাঁচা ১৭. শিবের অবতারবিশেষ ১৮. মার্কা।

শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯৫ : পাশাপাশি : ২. উদেস ৪.অমনি ৬. হৈম ৭. বাবাজীবন ৮. রভস ১০.মকাই ১২. আত্মসম্মান ১৩. জারি ১৪. সাগর ১৬. দর্শন। **উপর-নিচ:** ১. ঠাম ২. উপজীবিকা ৩. সন্ধান ৪. অমর ৫. নিবাস ৯. ভদ্রসন্তান ১০. মনসা ১১. ইজার ১২. আমোদ ১৫. গদ্য।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৃণমূল কিষাণ ও খেতমজদুর

ভোটে হেরে ষড়যন্ত্র জবাব দেবে বাংলা

প্রতিবেদন : বিজেপি রাজ্যে বাংলাভাষী ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচার ক্রমশ বাড়ছে। বাংলায় কথা বললেই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বাংলার শ্রমিকেরা। এর প্রতিবাদে বাংলায় ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ রবিবার ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে অবস্থান-বিক্ষোভে শামিল হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস কিষাণ ও খেতমজুর সংগঠন। ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন তাঁরা। সংগঠনের সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু ছাড়াও ধরনা-কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, শ্রীকান্ত মাহাতো, তাজ মহম্মদ, উত্তম প্রধান, সেলিম নস্কর-সহ সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা। সঙ্গে ছিলেন সংগঠনের জেলা নেতৃত্বও। এ-ছাড়াও ছিলেন সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্টরা।

সংগঠনের সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু বলেন, বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের ওপর সন্ত্রাস চলছে। বিজেপি বাংলাবিদ্বেষী। এখানে ভোটে হেরে গিয়ে ষড়যন্ত্র করছে, বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ওরা ৪০০ ছাড়াতে পারেনি। একুশের বিধানসভাতেও ২০০ হয়নি বিজেপির। সেটা আর হবেও না। বারবার ভোটে হেরেছে ওরা। তাই ওরা চাইছে বাংলাকে অশান্ত করতে। এটা ওদের ষড়যন্ত্র। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে তাই এখন বেছে বাংলাভাষী ও বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। বাংলা বললেই থানায় আটকে মারধর করা হচ্ছে, পুশব্যাক করা হচ্ছে শ্রমিকদের। তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে চলছে অকথ্য অত্যাচার। বিজেপি সরকার এখন সব রাজ্যেই এই ক্যাম্প করতে চাইছে। এটাই ওদের পরিকল্পনা। বাংলাকে যাঁরা অপমান করছেন, বাংলা ভাষাকে যাঁরা অপমান করছেন, তাঁরা বাংলার শক্তি জানে না। বাংলার উপর আক্রমণ নেমে এলে বাংলা ছেড়ে কথা বলবে না। এর জবাব দেওয়া হবে।

হিন্দিভাষীদের জন্য প্রভূত উন্নয়ন রাজ্যে

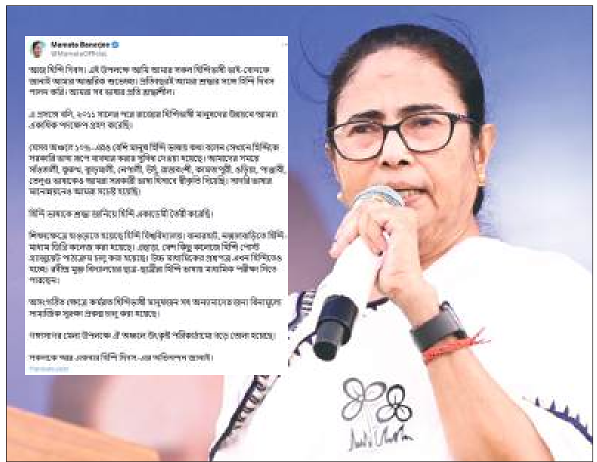

হিন্দি দিবসে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলা কোনও ভেদাভেদ করে না। এখানে উন্নয়ন সবার জন্যই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের হিন্দিভাষীদের জন্যও প্রভূত উন্নয়ন করেছেন। সেই উন্নয়নের ডালি সাজিয়েই হিন্দি দিবসে হিন্দিভাষী মানুষজনকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'আজ হিন্দি দিবস। আমি আমার সকল হিন্দিভাষী ভাই-বোনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রতিবছরই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দি দিবস পালন করি। আমরা সব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ-প্রসঙ্গে বলি, ২০১১ সালের পরে রাজ্যের হিন্দিভাষী মানুষদের উন্নয়নে আমরা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।' মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, রাজ্যের যেসব অঞ্চলে ১০ শতাংশেরও বেশি মানুষ হিন্দি ভাষায় কথা বলেন, সেখানে হিন্দিকে সরকারি ভাষা রূপে ব্যবহার করার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমাদের সময়ে সাঁওতালি, কুরুখ, কুরমালি, নেপালি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তেলুগু ভাষাকেও আমরা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। সাদরি ভাষার মানোন্নয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। হিন্দি ভাষাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে হিন্দি অ্যাকাডেমি তৈরি করেছি। শিক্ষাক্ষেত্রে হাওড়াতে হয়েছে হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়। বানারহাট, নকশালবাড়িতে হিন্দিমাধ্যম ডিগ্রি কলেজ করা হয়েছে। এছাড়া, বেশ কিছু কলেজে হিন্দি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র এখন হিন্দিতেও হচ্ছে। রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা হিন্দি ভাষায় মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারছেন। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত হিন্দিভাষী মানুষজন-সহ অন্যদের জন্য বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে ওই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

নদীবাঁধ পরিদর্শন করলেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : পূর্ণিমার ভরা কোটালের কয়েকদিন আগে সন্দেশখালি বিধানসভার সেহেরা-রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যবেড়িয়া এলাকায় গৌড়েশ্বর নদীবাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল এলাকা। ক্ষতির মুখে পড়েছিল ভেড়ির মালিক ও ধান চাষিরা। এলাকাবাসী ও সেচ দফতরের উদ্যোগে নদীবাঁধ সংস্কার করা হয়েছে কোনওরকমে। সেই নদীবাঁধ পরিদর্শন করতে রবিবার ওই এলাকায় যান সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। সুকুমার মাহাতো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বয়ারমারি ১ নং পঞ্চায়েতের সদস্য মিজানুর রহমান মোল্লা ও সন্দেশখালি ২ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ মল্লিক-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। এদিন তারা নিত্যবেড়িয়া এলাকায় নদীবাঁধ পরিদর্শন করেন। এই এলাকায় কিভাবে মজবুত নদীবাঁধ নির্মাণ করা যায় এবং কীভাবে নদীর বাঁধ ভাঙন রোখা যায় সেই নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। তিনি এও জানান, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন এবং বিধানসভায় তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানান।

সন্দেশখালি

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেন মহাশূন্যে?

কারা অনামিকাকে ডেকেছিল? কারা ঝিলের পাশে বাথরুমে যেতে গিয়ে আঁতকে উঠেছিল? কী করে একজন সুস্থ স্বাভাবিক ছাত্রী ঝিলে পড়ে গেলেন? আর যদি পড়েই গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তুলতে বাকিরা কতখানি চেষ্টা করেছিল? বাবা বলছেন, পড়ুয়াদের কেউ মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রত্যাখ্যাত হয়ে এই কাজ করেছে বলে ধারণা। অনামিকা নিজের ব্যাগ কখনও ছাড়তে চাইতেন না। তাঁর ব্যাগ তাহলে অধ্যাপকের কাছে পৌঁছল কী করে? যারা অনামিকার সঙ্গে ছিল, তারা কেন প্রকাশ্যে এসে আসল ঘটনার কথা বলছে না। তার অর্থ, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। পুলিশ তদন্ত করছে যাদবপুরের ছাত্রীমৃত্যুর রহস্য বের করতে। নিশ্চিতভাবে এর পিছনে আসল মাথা ধরা পড়বে। কিন্তু বারবার কেন যাদবপুর? বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বারবার মৃত্যু হবে, অথচ কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকবে, এটা কতদিন চলতে পারে? কখনও র‍্যাগিং চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ছাত্রকে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এবার রাতে জলসা চলাকালীন এই ঘটনা— ছাত্রীর মৃত্যু। যাদের প্রাণ যাচ্ছে, তা কে ফিরিয়ে দেবে? কেন বিগত এক বছরের বেশি সময় দেওয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরা বসল না! যদি সেটা থাকত, তাহলে আজ এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হত না। কিন্তু এই নব্য প্রজন্মের মধ্যে এ কোন প্রবণতা? সে র‍্যাগিং হোক বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সব ক্ষেত্রেই চরম সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে না? একবারও পরবর্তী সময়ের কথা ভাবে না? একবারও অন্যদের পরিবারের কথা মাথায় আসে না? আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের রাজনীতির মধ্যেই বোধহয় কোথাও খামতি রয়েছে। বাম আর অতিবামদের ভুল রাজনীতিতে বাংলার একটা প্রজন্ম নষ্ট হয়েছে। আর যাদবপুরে তাদেরই অস্তিত্বের শেষ নিদর্শনটুকুর উত্তরাধিকারীরা বুঝিয়ে দিল, ওরা কেন ক্রমশ মহাশূন্যে।

e-mail থেকে চিঠি

লজ্জাও নেই আপনাদের!

২৭ মাস হয়ে গিয়েছে। ধর্ষণ, নারীনির্যাতন, হিংসা, প্রাণহানিতে মণিপুরে আগুন জ্বলেছে। আগুন নিভেছে। ২৬০ জন প্রাণ হারিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া। নারীদের চরম লাঞ্ছনা দেখে শিউরে উঠেছে দেশ। বিরোধীরা প্রশ্ন করেছে, প্রধানমন্ত্রী একবারও মণিপুরে যাওয়ার সময় পেলেন না? এত কিছুর পর অবশেষে শনিবার নরেন্দ্র মোদি মণিপুরে গেলেন। এবং বললেন, 'মণিপুর নামের সঙ্গে মণি শব্দটি আছে। মণি অর্থাৎ রত্ন। উত্তর-পূর্ব ভারতের মাথার উজ্জ্বল মণি হবে মণিপুর।' যদিও ২০২৩ সালের মে মাসের সেই নৃশংস ঘটনা অথবা তৎপরবর্তী ভয়ঙ্কর জাতিদাঙ্গা নিয়ে বিশেষ কিছুই শোনা যায়নি তাঁর গলায়। শুধু বলেছেন, 'শান্তিপূর্ণ মণিপুরে হিংসা ছড়িয়েছিল। শান্তি ফিরেছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফেরাতে আমরা নিরন্তর কাজ করছি। আমি আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেছি। আর আশ্রয়শিবিরে গিয়ে দেখেছি, শান্তি আর আশার সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত।' এমনকী সংঘর্ষের অন্যতম ভরকেন্দ্র চূড়াচাঁদপুরে সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী এও দাবি করলেন, 'অতীতে উত্তর-পূর্ব ছিল অশান্ত এবং হিংসাপূর্ণ। বিগত ১১ বছরে আমরা মণিপুরের নানাবিধ সংঘাত এবং সমস্যা দূর করে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি। আমরা মণিপুরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীকে পরিণত করে চলেছি। মণিপুরের সামগ্রিক উন্নয়নে যা করেছি, সেটা স্বাধীনতার পর থেকে আর কোনও সরকার করেনি।' এদিন প্রথমে কুকি প্রভাবিত চূড়াচাঁদপুরে হিংসায় গৃহহীনদের সঙ্গে দেখা করেন মোদি। যখন এসব ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন একবারও মনে পড়ল না, ২৭ মাস হয়ে গিয়েছে। ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, হিংসা, প্রাণহানিতে মণিপুরে আগুন জ্বলেছে। আগুন নিভেছে। ২৬০ জন প্রাণ হারিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া। তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি যে মণিপুরবাসীর মধ্যে মোটেই কোনও ক্ষোভের সঞ্চার করেনি এই বার্তা দিতে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মরিয়া। তাই তিনি বলেন, 'আজ বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই আমার হেলিকপ্টার উড়তে পারেনি। পরমাত্মার হয়তো এটাই ইচ্ছা ছিল। তাই আমি সড়কপথে এসেছি। আপনি এর মধ্যে ৪৬টি বিদেশসফর করেছেন। কিন্তু নিজের দেশের নাগরিকদের সহানুভূতি জানাতে একবারও মণিপুর যেতে পারেননি। দু'বছর পর উনি যে মণিপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এতে আমরা খুশি। ওখানে যা ঘটেছে, সেটা উনি হতে দিয়েছেন, এটাই দুর্ভাগ্যের।

— **সুদক্ষিণা দে, শিয়ালদহ, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলার অন্য রকম তিন পুজোর সমাচার

দুর্গা কেবল একটি নাম নয়। বরং তা হল সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার এক প্রতীক। দেবী দুর্গা সকলকে অন্যায় ও দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন। প্রাচীন কাল থেকে এই বঙ্গে তিনি নানা ভাবে পূজিতা হয়ে আসছেন। ত্রিনয়নী মায়ের তেমনই তিনটি পুজোর কথা লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

৫০০ বছর আগেকার জলপাইগুড়ি। স্থানীয় রাজাদের উপাধি তখন রায়কত। বংশানুক্রমে যোদ্ধা এই রায়কতরা। আদতে কোচবিহারের রাজবংশের শাখা। সেই বংশের দুই ছেলে বিশ্ব, ওরফে বিশু, আর শিষ্য, ওরফে শিশু, খেলার ছলে মাটির দলা থেকে প্রতিমা বানিয়ে সেই প্রতিমাকে পুজো করেছিল দেবী দুর্গা রূপে। রায়কতদের দুর্গা পুজোর সেই শুরু।

আগে রায়কতদের রাজ্যটির নাম ছিল বৈকুণ্ঠপুর। রাজধানী ছিল শিলিগুড়ির কাছে, করতোয়া নদীর ধারে। পরবর্তীকালে রাজা ধর্মদেব রাজধানী সরিয়ে আনেন রায়কত পাড়ায়। করলা নদীর তীরে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনিই দুর্গা পুজো করে স্থাপন করেছিলেন দুর্গ। আর সেই দুর্গের ভেতরেই ছিল রাজবাড়ি।

রায়কত পাড়ার রাজবাড়ির দুর্গা পুজোয় আগে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। এখনও সেই রেওয়াজ মেনে পিটুলির তৈরি মানুষ-পুতুল বলি দেওয়া হয়। শোনা যায়, নবমীর পুজোতে এখানে আজও অন্যতম উপচার নররক্ত। যিনি স্বেচ্ছায় বুক চিরে রক্ত দেন, রাজবাড়ি থেকে তাঁকে নাকি অর্থ দেওয়া হয়।

রায়কত পাড়ার দুর্গা পুজো আজও হয় ঘোর শাক্ত মতে। বদল এসেছে বিভিন্ন রীতি রেওয়াজে। তবে দেবী আজও আগেকার মতোই রক্তবর্ণা। তাঁর উচ্চতা অবশ্য কমেছে অনেকটাই। বর্তমানে যে মূর্তি পুজো করা হয়, সেটির উচ্চতা বড়জোর দশ ফুট। আগে দেবীর বাহন ছিল বাঘ। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে তখন সাদা বাঘের দেখা মিলত। এখন মেলে না। তাই, এখন দেবী সিংহবাহিনী। আগে দুর্গা একাই পূজিতা হতেন। সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী থাকতেন না। এখন তাঁরাও থাকেন। সপরিবারে দুর্গার এই পূজিত হওয়ার প্রচলন গত শতকের প্রথম পাদে।

লোকে বলে, কোচবিহার রাজবংশের যে দুই ছেলে মাটির দুর্গা গড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্ব সিংহ কোচবিহারের রাজা হন। আর শিষ্য সিংহ চলে আসেন বৈকুণ্ঠপুরে। রাজা হয়েও তাঁরা দুর্গাপুজো বন্ধ করেননি। বরং, আরও ধুমধাম করে সেই পুজোর ব্যবস্থা করেন। দেবীর আশীর্বাদেই যে তাঁদের সিংহাসন প্রাপ্তি! পুজো তাই এক অর্থে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

এরকম অজস্র প্রাচীন দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হয় বাংলার নানা প্রান্তে। যেমন মহিষাদলের রায়বাড়ির দুর্গা পুজো।

প্রায় ৪৫০ বছর বয়স হয়ে গেল এই পুজোর। আগে দেবী পূজিতা হতেন ঘটে, এখন হন মাটির মূর্তিতে। ঘটে পুজোর রীতি ভাঙেন ধীরেন্দ্রনাথ রায়। এখন তাঁর পৌত্রেরা পুজোর দায়িত্বে।

তাম্রলিপ্তের বঁইচবাড়ির রাজা নারায়ণ রায়বাহাদুর চলে এসেছিলেন হলদিয়ার সন্নিকটে, মহিষাদলে। উদ্দেশ্য ছিল জমিদারির তদারকি। তখন থেকেই তাঁরা চালু করেন ঘটে দুর্গা পুজোর রীতি। কয়েকশো বছর ধরে সেই রীতিই পালন করা হয় নিষ্ঠাভরে। তার পর সূচনা মূর্তি পূজার। বাসুলিয়ার রায়বাড়ির সেই পুজোয় আজও উপস্থিত হন তেরপেখ্যা, কেশবপুর, বাঁকা রঙ্গিবসান, গোপালপুর, কমলপুর, গাজিপুর-সহ আশপাশের গাঁয়ের মানুষজন।

অষ্টমীর দিন এখানে বলি দেওয়া হয়। তবে কোনও জীবন্ত পশু-প্রাণীকে নয়। এই পুজোর রীতি মেনে বলি দেওয়া হয় কলা, আখ, কুমড়ো আর লেবু। নবমীর দিন কুমারী পুজোর আয়োজন হয়। নামে মানুষের ঢল। বাহারি আলোয় সেজে ওঠে রাজবাড়ির ঠাকুর দালান।

আগে ভোগ প্রসাদ সংগ্রহ করতে আসতেন কম পক্ষে ২০ হাজার মানুষ। এখন আর সেদিন নেই। তবুও অন্তত দেড়-দু'হাজার মানুষ আজও নবমীর দিন এখানে অন্নভোগ পান।

প্রবাসী আত্মীয়স্বজনেরা আসেন বাড়ির পুজোয় যোগ দিতে। আশপাশের গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁরা অংশ নেন এক মহামিলন উৎসবের। রায়বাড়ির পুজোর এটাই বিশেষত্ব। বিশ্বায়নের আবহে ভাঙাচোরা প্রতিবেশেও সর্বার্থে সর্বজনীন হয়ে ওঠে এই পুজো।

আর একটি সুপ্রাচীন পুজো বর্ধমানের আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত গুসকরার জমিদারদের পুজো। চোংদার বাড়ির পুজো নামে বিখ্যাত। হাজার বছর আগে অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে আউশগ্রামে এসেছিলেন চোংদাররা। আসলে তাঁরা কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, কুলীন, পদবি চট্টোপাধ্যায়। রাজার সেনাপতি হিসেবে এই চোংদার উপাধি পেয়েছিলেন এই পরিবারের এক পূর্বপুরুষ।

সেই চোংদার বংশের চতুর্ভুজ আর তাঁর স্ত্রী বিদ্যাধরী মিলে গুসকরায় শুরু করেছিলেন দুর্গা পুজো। প্রায় ৪০০ বছর আগেকার কথা সেসব। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু চোংদারদের দুর্গাপুজো আজও অব্যাহত। জৌলুস কমলেও ঐতিহ্য হারায়নি সেই পুজো।

একচালার প্রতিমা। সপরিবারে দেবী দুর্গা। দেবীর মাথায় মুকুট। লক্ষ্মীর মাথাতেও। কিন্তু মুকুট নেই সরস্বতীর মাথায়। পুজো হয় শাক্তমতে। একদা নবমীতে ১৩টি ছাগল আর একটি মহিষ বলির প্রথা ছিল। সেসব রক্তারক্তি কাণ্ড অতীত এখন।

পশুবলি বন্ধ হয়েছে ১৯৭৮-এ, যেবার প্রবল বানের জলে প্রচুর গোরু-মোষ-ছাগল ভেসে গিয়েছিল।

বরং এখনও রয়ে গিয়েছে এক বিশেষ প্রথা। দশমীর দিন পুজোর আচার-অনুষ্ঠান শেষ হলে এখানে হয় এক বিশেষ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। চতুর্ভুজ চোংদারের স্মরণে শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান। একবার দশমীর নরম আলো-মাখা বিকেলে বিষ মেশানো দুধ খেয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন চতুর্ভুজ আর বিদ্যাধরী। তাঁদের ইচ্ছানুসারে দুজনের শবদেহ সমাধিস্থ করা হয় পুজো মণ্ডপেই। এই দুর্গাপুজো যে চতুর্ভুজ-বিদ্যাধরীর প্রাণ ছিল! তাই মরণোত্তর পর্বেও সেই পুজোতে জড়িয়ে থাকার চেষ্টা।

আজও রয়ে গিয়েছে সেই সমাধিস্থল। এখন সেখানে দেবী পুজোর হোম হয়। একটা সময় ছিল যখন চোংদার দম্পতির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষে পঙক্তিভোজের ব্যবস্থা হত। বিশাল আয়োজন। এখন ফি-বছর শ্রাদ্ধের সেই বিরাট ভোজও অতীত।

এখন যে ঠাকুরদালানে পুজো হয়, সেটার ভগ্নপ্রায় দশা। শেষবার সংস্কার হয়েছিল প্রায় ১৩৪ বছর আগে, ১২৯৮ বঙ্গাব্দে।

পুজোর জৌলুস অনেকটা কমলেও ঐতিহ্য অটুট। এখনও তাই দেবীকে নিবেদন করা হয় ৫১ রকম ভোগ, সেগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয় ৫১টি থালায়।

এরকম বহু পুজো আর তাদের ম্যাজিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এই বাংলায়।

ট্রেন থেকে পড়ে যাত্রীর মৃত্যু। রবিবার শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার ৩৭ নং রেলগেটের ঘটনা। মৃতের নাম সুকুমার সরকার (৫৩)। তিনি মাটিয়া থানার নেহালপুরের বাসিন্দা

গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের পাশে দাঁড়াল শহরের একগুচ্ছ পুজো কমিটি

■ বিএনসিসিআই আয়োজিত পুজো মেলায় অতিথিরা। নিচে, অতিথিদের জন্য উপহার কিনছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। রবিবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে।

প্রতিবেদন : পুজোর আগেই পুজোর মেলা। আর সেই মেলায় প্রত্যন্ত গ্রামবাংলা থেকে আসা হস্তশিল্পীদের পাশে দাঁড়ালেন শহর কলকাতার পুজো উদ্যোক্তারা। রবিবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে শেষ হল বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএনসিসিআই) আয়োজিত 'বেঙ্গল ফেস্টিভ্যাল ফেয়ার'। এদিন মেলার শেষদিনে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মেলায় হাজির শহরের একাধিক পুজো কমিটির সদস্যরা। পুজোর মুখে বিভিন্ন জেলার হস্তশিল্পীদের থেকে পুজো মণ্ডপে আসা অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য উপহারও কিনলেন তাঁরা। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বাংলার এক লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতিতে যুক্ত হলেন রাজ্যের ১৬টি জেলার হস্তশিল্পীরাও। বিএনসিসিআই-এর সভাপতি অশোক বণিকের আয়োজনে এদিন বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যদের সংবর্ধনাও জানানো হয়।

উপস্থিত ছিলেন শ্রীভূমি স্পোর্টিং, রামমোহন সম্মিলনী, সমাজসেবী, বৃন্দাবন মাতৃ মন্দির, বেলেঘাটা ৩৩

পল্লি, বেলেঘাটা ৩/১ এর পল্লি উন্নয়ন সমিতি, তরুণ সংঘ, হরিনাথ দে রোড সর্বজনীন, শ্যামপুকুর স্ট্রিট সর্বজনীন, উত্তর কলকাতা সর্বজনীন, উল্টোডাঙা জয়ন্তী স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিট দুর্গাপুজো সমিতি, যুগিপাড়া রোড পুজো কল্যাণ সমিতি, দক্ষিণেশ্বর ডোমেস্টিক এরিয়া দুর্গাপুজো সমিতি, ট্যাংরা ঘোলপাড়া সর্বজনীন-এর মতো প্রায় ১৬-১৭টি পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিরা। এছাড়াও ছিলেন অরূপ চক্রবর্তী, অয়ন চক্রবর্তী, অরিঞ্জয় বসু, সুমন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক দাশ, সুকান্ত সাহা, মৃত্যুঞ্জয় পাল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভাশিস চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রত্যেকেই রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার প্রশংসা করেন। পুজোর মুখে এই ধরনের মেলা আয়োজনে বণিকসভার কর্মকর্তাদের উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানান।

কুণাল ঘোষ বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময়ই রাজ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারকে গুরুত্ব দেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার প্রতিফলনই দেখা যাচ্ছে বিএনসিসিআই আয়োজিত এই মেলায়। এখানে গ্রামবাংলার ১৬টি জেলার হস্তশিল্পীরা তাঁদের নিজেদের হাতে তৈরি নানারকমের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন। আর পুজোর আগে বিভিন্ন জেলার হস্তশিল্পীরা যখন কলকাতায় এসেছেন, তখন কলকাতার বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যরা মিলে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। শহরের পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা এখান থেকে তাঁদের অতিথিদের জন্য কেনাকাটা করলেন। এটাও পুজো অর্থনীতির একটা অংশ। গ্রামবাংলার শিল্পীদের মুখে হাসি ফোটাতে আমরা আমাদের সাধ্যমতো সেই অর্থনীতিতে সামান্যতম সাহায্য করলাম। আবার অরূপ চক্রবর্তীর কথায়, বিভিন্ন রাজ্যে যখন বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার চলছে, বাংলাকে হেয় করার চেষ্টা চলছে; সেখানে অহিংস পথে বাংলার নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে তুলে ধরার এই প্রয়াসে প্রমাণ হয়, বাংলাই সেরা!

দাবি মেটালেন মুখ্যমন্ত্রী

নতুন সেতু পেল বলাগড়

সংবাদদাতা, হুগলি: এলাকায় পাকা সেতুর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেছিলেন বলাগড়ের ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর-১ পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই রামনগরের খালের উপরে সেতু তৈরি করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেতুর উদ্বোধন করলেন এলাকার সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া। বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির হাওয়া।

ইংরেজরা রামনগরের এই খাল পেরিয়ে এলাকার নীলকুঠিতে আসতেন। তখন গ্রামে জনবসতি ছিল কম। পরে ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে ওঠে। খালের উপর সংযোগকারী রাস্তা না থাকায় ১৯৮০-৮৪ সালে প্রশাসন ও গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মাটির বস্তা ফেলে বাঁধ তৈরি করে চলাচল শুরু হয়। খামারগাছি, ডুমুরদহের একাংশ ঘুরপথে অসম লিঙ্ক রোড ধরে কুন্তীঘাট, ত্রিবেণীতে যেতে সময় লাগে ২৫-৩০ মিনিট। প্রতিদিন চার-পাঁচ হাজার মানুষ যাতায়াত করেন ওই পথ দিয়ে। সেখানে এই সেতু হওয়ায় সময় অনেক কম লাগবে বলে জানান এলাকাবাসী। ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর-১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শ্যামাপ্রসাদ রায় বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২০২৪ সালের ১১ নভেম্বর হুগলি জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকায় ৭০ মিটার সেতু ও ১২৫ মিটার রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের জোয়ার চারিদিকে চলছে।

মেট্রো-সফর যখন নরকযন্ত্রণা

প্রতিবেদন : মহালয়ার আগে শেষ রবিবার। কেনাকাটায় ব্যস্ত বাঙালি। কিন্তু ছুটির দিনেও সময় বাঁচাতে মেট্রোয় যাতায়াত যেন নরকযন্ত্রণার শামিল! ভরদুপুরে রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন যেন সপ্তমীর শ্রীভূমি। তিলধারণের জায়গা নেই প্ল্যাটফর্মে। আধঘণ্টা ধরে মেট্রোর অপেক্ষায় সাধারণ মানুষ যেন চাতক পাখি। আর গত কয়েকদিন ধরেই তো কলকাতার 'লাইফলাইন' ব্লু লাইনের মেট্রো ফিরে গিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক 'টাইমলেস' যুগে। কখন পরবর্তী মেট্রো আসবে, ডিসপ্লে বোর্ডে সেই ঘড়ির হিসেব স্তব্ধ। ক্ষুব্ধ যাত্রীরা বলছেন, মেট্রোয় সময়ের কোনও বাপ-মা নেই। তাই সময় দেখানোই বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। প্রায় ৪০ মিনিট পর রবীন্দ্র সরোবরে যখন 'অতিপ্রত্যাশিত' মেট্রো ঢুকল, তাতে ওঠা যায় না। এক মেট্রোয় যেন জমা হয়েছে একটা বনগাঁ লোকাল ও দুটো ক্যানিং লোকালের ভিড়। ভিড়ের চাপে দরজা বন্ধ হয় না। সেই ভিড়ে নামা-ওঠাও যেন যুদ্ধজয়ের সমান। ভিড়ের চাপে মেট্রোর মধ্যে শুধুই চিৎকার-হাহাকার। স্বামী-সন্তানের সঙ্গে নিউমার্কেট যাওয়ার জন্য সেই মেট্রোয় উঠেছিলেন টালিগঞ্জের অপর্ণা বসাক। কিন্তু চাপাচাপিতে কার্যত অসুস্থ হওয়ার জোগাড়। তাই পরের স্টেশন কালীঘাটেই নেমে গেলেন কোলের শিশুকে নিয়ে। তীব্র অসন্তোষ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এইভাবে থাকলে দমবন্ধ হয়ে মারা যাব। এর চেয়ে ঘামে ভিজে বাসে করে যাওয়া ঢের ভাল। একে নিরাপত্তা-নজরদারি নেই, দিনেদুপুরে রক্তাক্ত হয় স্টেশন। তার সঙ্গে এই অব্যবস্থায় কলকাতা মেট্রো যেন এখন নরকের চেয়েও নিকৃষ্ট!

সচেতনতা শিবির

বসিরহাট : নারীপাচার রোধে এবং বাল্যবিবাহ দূর করতে পাড়ায় পাড়ায় সচেতনতার বার্তা সীমান্তের গ্রামে। পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসংযোগ বাড়াতে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার নিমদাঁড়িয়া-কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বসিরহাট পুলিশ জেলার উদ্যোগে পুলিশি সহায়তা ক্যাম্পের আয়োজন করা হল। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও নারীপাচারের ঘটনা ঘটলে কীভাবে পুলিশে অভিযোগ জানাতে হবে তা অভিভাবক সহ এলাকার মানুষদের বুঝিয়ে দেন বসিরহাট থানার পুলিশ আধিকারিকরা।

ক্রেতাসুরক্ষায় উপভোক্তা কার্যালয় ডায়মন্ড হারবারে

নাজির হোসেন লস্কর

সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় রাজ্য উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আরও একটি উপভোক্তা বিষয়ক কার্যালয় চালু হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবারে গড়ে উঠেছে এই কার্যালয়। সোমবার পুরসভা লাগোয়া নতুন কার্যালয়টির উদ্বোধন করবেন দফতরের মন্ত্রী। আঞ্চলিক এই কার্যালয়টি চালু হয়ে গেলে ভোক্তা-সম্পর্কিত সমস্যার দ্রুত সমাধানে উপকৃত হবেন ডায়মন্ড হারবারের মানুষ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রধান আঞ্চলিক কার্যালয়টি বারুইপুরে থাকলেও, জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা

বিবেচনায় আরও একটি কার্যালয় প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ফলে ডায়মন্ড হারবারে মহকুমাস্তরে প্রশাসনিক এলাকায় নতুন কার্যালয় চালু হলে গেলে ফলতা, ডায়মন্ড হারবার ১ ও ২, মগরাহাট ১ ও ২, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর ১ ও ২ এবং কুলপি ব্লকের উপভোক্তারা সহজেই সরকারি সহায়তার সুযোগ পাবেন। দফতরের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নবদ্বীপ আদিত্য বলেন, ডায়মন্ড হারবারে মহকুমাস্তরে কার্যালয়টি চালু হলে ভোক্তা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত নিষ্পত্তিতে অনেকটাই সুবিধা হবে। রাজ্য সরকার উপভোক্তা অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার মধ্য দিয়ে একেবারে গ্রামীণ স্তরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এলাকায় ঘুরে ঘুরে সচেতনতায় প্রচারে নেমেছে একটি ট্যাবলো। এছাড়া নানা মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। আমরা চাই, সাধারণ মানুষ আরও সুরক্ষিত ও সচেতন হোন। যদি কোনও উপভোক্তা প্রতারিত হয়ে থাকেন তাঁকে সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সাহায্য করবে এই কার্যালয়।

খুনের কিনারা

প্রতিবেদন : ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গলফগ্রিনে বৃদ্ধ-খুনের রহস্যভেদ পুলিশের। সম্পত্তির জন্যই বৃদ্ধকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে খুন করেছে জামাই। পুলিশি জেলার মুখে খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। শনিবার সকালে গলফগ্রিনে বাড়ির সিঁড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল শমীক কিশোর গুপ্ত (৭৫)-র দেহ। খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে নেমে বৃদ্ধের জামাই সঞ্জিত দাসকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। জানা গিয়েছে, শুক্রবার মারধরের পর বৃদ্ধকে বারকয়েক সিঁড়ি থেকে ফেলে খুন করেছে জামাই সঞ্জিত।

রাজ্য
15 September, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে বিডিও অফিসের সামনে মাঝরাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের। নাম সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী (৩২)

একুশতম ইলিশ উৎসব কাঁকুড়গাছিতে

■ **বিধায়ক পরেশ পালের আয়োজনে ইলিশ উৎসবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল সাহা, সঞ্জয় বক্সি, স্মিতা বক্সি, কুণাল ঘোষ, অতীন ঘোষ, জুন মালিয়া, কৌশানি মুখোপাধ্যায়, অয়ন চক্রবর্তী, পাপিয়া হালদার, মৃত্যুঞ্জয় পাল, শক্তিপ্রতাপ সিং, সৌম্য বক্সি, রাজু নস্কর, প্রিয়দর্শিনী ঘোষ প্রমুখ। রবিবার।**

খাদ্যাভ্যাসে জবরদস্তি মানবে না বাংলা-বাঙালি

প্রতিবেদন : আমি কী খাব, কী পরব, কোন ভাষায় কথা বলব— তা বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে দেবে না। মাছে ভাতে বাঙালি মাছই খাবে। যার ইচ্ছা হবে সে মাংস খাবে, আবার যার ইচ্ছা হবে সে নিরামিষ খাবে। এটাই বাংলার সংস্কৃতি। বাংলা ও বাঙালির সেই সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। রবিবার বিধায়ক পরেশ পালের উদ্যোগে ইলিশ উৎসবে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিল তৃণমূল। তৃণমূলের সাফ কথা, খাদ্যাভ্যাসে জোরজবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এর প্রতিবাদে শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, ইলিশ উৎসবের মতো সামাজিক কর্মসূচিও আরও বেশি করে করতে হবে।

২১ বছর ধরে বিধায়ক পরেশ পাল ইলিশ উৎসব করে চলেছেন। রবিবার কাঁকুড়গাছিতে এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, সঞ্জয় বক্সি, স্মিতা বক্সি, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, বিধায়ক জুন মালিয়া, অভিনেত্রী কৌশানি মুখোপাধ্যায়, কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী, পাপিয়া হালদার, মৃত্যুঞ্জয় পাল, শক্তিপ্রতাপ সিং, সৌম্য বক্সি, প্রিয়দর্শিনী ঘোষ, রাজু নস্কর, সুশান্ত সাহা প্রমুখ। রুপোলি শস্য পাতে রেখে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ বলেন, বাংলা এবং বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে ইলিশ মাছের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। পরেশদা এই ঐতিহ্যকে উত্তর কলকাতায় উৎসবের রূপ দিয়েছেন। বাংলা ও বাঙালির এই উৎসব চলতে থাকুক। তাঁর কথায়, বাংলার উপর রাগ ফলাতে গিয়ে এখন শিকড় ধরে টান মারছে। আমরা বলছি, বাংলা আছে বাংলাতেই। একজনও বৈধ ভোটারের গায়ে হাত পড়লে গোটা বাংলা থেকে এক লক্ষ কর্মী নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লি ঘেরাও অভিযান করবে। বিজেপি আর কেন্দ্রীয় সরকারকে কেউ যেমন অধিকার দেয়নি আমাদের মাতৃভাষাকে আক্রমণ করার, কেউ অধিকার দেয়নি আমাদের খাদ্যাভ্যাসে চোখ তুলে তাকাবার। এই ষড়যন্ত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। শুধু রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলে নয়, পরেশ পালের ইলিশ উৎসবের মতো অনেক সামাজিক উৎসবের মাধ্যমে যাতে বাংলার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে। কোনওভাবেই বাঙালিকে দমিয়ে রাখা যাবে না। ইলিশ উৎসবের মতোই আরও অনেক উৎসবে ফুটে উঠবে বাংলার সংস্কৃতির জয়গান।

বাংলা বলায় টাটানগরে বাঙালি শ্রমিককে কোপ

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ১ নং ব্লকের বয়েরমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উলাপাড়া গ্রামের একাধিক নির্মাণ শ্রমিক কর্মসূত্রে ওড়িশায় গিয়েছিলেন। পরিবারিক সূত্রে খবর, শনিবার টাটানগর স্টেশনে নেমে বাংলায় কথা বলছিলেন শ্রমিকরা। অভিযোগ সেই সময় স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাঁদের উপর চড়াও হয়। অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার কারণে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাঁদের মারধর করা হয়। বাধা দিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক শ্রমিকের গলায় কোপ মারে দুষ্কৃতীরা। জখম শ্রমিকের নাম তপশেল জমাদার। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দ্রুত কলকাতায় আনা হয়েছে। তাঁরা আরও জানান, জখম তপশেল গত পাঁচ বছর ধরে ওড়িশায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। মাত্র চার-পাঁচদিন আগে বাড়ি ফিরেছিলেন। শনিবার কাজের জায়গায় ফেরার সময় এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামে। পরিবারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

ভিনরাজ্য থেকে দেহ ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হল পরিবার

সংবাদদাতা, হুগলি: দিল্লিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক সঞ্জীব ভূমিজের। কিন্তু দেহ ফেরানো নিয়ে তৈরি হয় সংশয়। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হন মৃতের পরিবার। ধনেখালির বেলমুড়ি গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জীব ভূমিজ (২৮)। প্রায় দশ বছর ধরে গহনা তৈরির কাজে দিল্লির গান্ধীনগর এলাকায় থাকতেন তিনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা অবধি মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে তাঁর। তারপর রাতে দিল্লি থেকে এক ব্যক্তি ফোন করে জানান সঞ্জীবের প্রচণ্ড বুকে ব্যথা হচ্ছে, হাসপাতালে ভর্তি। গভীর রাতে বাড়িতে খবর আসে, ছেলে মারা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। এরপর ছেলের মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সহযোগিতায় মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের যোগাযোগ করেন। দেহ ফিরে পেতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদন করে পরিবার। আবেদনের পর উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন বিকালে ধনেখালি ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ সঞ্জীবের বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে। মৃতের মা রীতা ভূমিজ জানান, কখনও বাইরে, কখনও দেশে কাজ করত আমার ছেলে। গত কয়েকমাস ধরে ছেলে একটু ভাল রোজগার করছিল। সুখের সময় আমার ছেলেকে ভগবান কেড়ে নিল। সবে আবাস যোজনার ঘরের টাকা পেয়েছি। বলেছিল, কালীপুজোয় বাড়ি ফিরে ঘর তৈরি করবে।

■ **বৈদ্যবাটি শেওড়াফুলি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজেপি রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল। ছিলেন অরিন্দম গুঁই, পিন্টু মাহাতো, সুবীর ঘোষ-সহ জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতৃবৃন্দ।**

■ **কনকপ্রভা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সেন্টার আয়োজিত রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ কেন্দ্রের রহড়া বাজার অঞ্চলে এক রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন জেলার দুই সাংসদ সৌগত রায় ও পার্থ ভৌমিক এবং খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ-সহ বিশিষ্টরা।**

■ **রবিবার কলকাতায় আইএনটিটিইউসি রাজ্য দফতরে আইএনটিটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কোর কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।**

দুই সন্তান-সহ নিখোঁজ বধূ। নাম নিক্কি ওরাওঁ। জলপাইগুড়ির ঘটনা। থানায় অভিযোগ জানালেন স্বামী। অভিযোগ পাওয়ার পরই গৃহবধূর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ

শোকে বুক ফাটল হাতিদের, চোখের জলে শেষ বিদায় জানাল শাবককে

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : সার দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতির দল। শুঁড় তুলে আর্তনাদ, বুকফাটা কান্না। এভাবেই হস্তিশাবককে শেষ বিদায় জানাল তারা। ঘটনাস্থল আলিপুরদুয়ার। রবিবার সাতসকালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের উত্তর রায়ডাক রেঞ্জের কার্তিকা চা-বাগানের একটি নালায় একটি হস্তিশাবকের মৃতদেহ মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান চা-বাগান শ্রমিকরা। এরপর খবর দেওয়া হয় নর্থ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনকর্মীরা। এরপর সেখান থেকে ওই পুরুষ হস্তিশাবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বন দফতর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে বক্সার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই চা-বাগানে এসেছিল একপাল হাতি। এবং তিনমাস বয়সী হস্তিশাবকটি ওই দলেই ছিল। কিন্তু এত ছোট ওই শাবকটি কোনওভাবে চা-বাগানের নালায় পড়ে যায়। এরপর হাতির পাল সেটিকে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু নালায় পড়ে গিয়ে ওই শাবকটি গুরুতর আঘাত পায়, এবং নালা থেকে তোলবার প্রচেষ্টায় ফের আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু হয় সেটির। এরপর হাতির পাল শাবকটিকে নিজেরাই মাটি চাপা দিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের ক্ষেত্র উপ অধিকর্তা দেবাশিস শর্মা জানিয়েছেন, ওই পুরুষ হস্তিশাবকটির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, সেটির বয়স আনুমানিক তিনমাস। হস্তিশাবকটির মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

■ বন দফতরের কর্মীরা উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন মৃত হস্তিশাবকটিকে।

উদ্ধার জুয়ার টাকা, ধৃত শিক্ষক

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান। অনলাইন জুয়া খেলার অভিযোগে শিক্ষককে গ্রেফতার করল পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের ঘটনা। ধৃতের নাম অপূর্ব সরকার। শুক্রবার সন্ধেয় বালুরঘাটের রঘুনাথপুর এলাকায় ধৃতের শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে কোটি কোটি টাকা। মেশিন এনে টাকা গোনা চলে রাত পর্যন্ত। গঙ্গারামপুর এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চলে পুরো অভিযানটি। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত খাটের ভিতর থেকে আনুমানিক প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা এবং ঠাকুরঘরে একটি ট্রাঙ্কে আরও টাকা উদ্ধার হয়েছে। প্রসঙ্গত, জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। কিছুদিন আগেই গঙ্গারামপুরে একটি হোটেল থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এদিন আরও দু'জনকে গ্রেফতার করে তারা।

■ চলছে পুলিশের অভিযান।

সাংগঠনকে চাঙ্গা করতে বৈঠক

সংবাদদাতা, মালদহ: সংগঠনকে চাঙ্গা করতে হল বৈঠক। রবিবার মালদহের গাজোলে। উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, মহিলা সভানেত্রী প্রতিভা সিং, যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, ব্লক সভাপতি রাজকুমার সরকার, নেতা প্রসূন রায়-সহ জেলা নেতৃত্ব। নেতাদের বার্তা স্পষ্ট, এখন থেকেই কর্মীদের মাঠে নামতে হবে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে আগামী নির্বাচনে গাজোল বিধানসভায় জয় নিশ্চিত করতে হবে। সভা শেষে জেলা নেতৃত্ব দাবি করেন, মানুষের আস্থা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নই হবে আমাদের মূল শক্তি।

ভূমিকম্পে কাঁপল উত্তর

■ অসমের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। রবিবার বিকেল ৪টে ৪১ মিনিটে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৮। উৎসস্থল অসমের গুয়াহাটি এবং তেজপুরের মাঝে ওদালগুড়ি। অসমের ওই ভূমিকম্পের জেরে কোচবিহার-সহ গোটা উত্তরবঙ্গে কম্পন অনুভূত হয়েছে। মৃদু কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও। ভূমিকম্পে উত্তরের পাহাড় এবং সমতলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে। কম্পন অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটানের বেশ কিছু অঞ্চলেও। কম্পন টের পেতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভয়ে অনেকে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। গত সপ্তাহেই অসমের শোণিতপুরে ভূমিকম্প হয়েছিল। ওই সময়ে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৫। গত ২ সেপ্টেম্বরের ওই ভূমিকম্পের পরে রবিবার ফের কেঁপে উঠল অসম।

তৃণমূলের বৈঠক

■ লক্ষ্য ২০২৬। প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার এই মর্মে বৈঠক হল কালিয়াগঞ্জে। ছিলেন মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, সভাধিপতি পম্পা পাল, জেলা মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস, মহিলা জেলা সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা, পম্পা সরকার, কৌশিক গুণ প্রমুখ। জেলা সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা বলেন, প্রত্যেক মাসে সাংগঠনিক আলোচনায় এই বৈঠক আয়োজিত হয়।

আলিপুরদুয়ারে দফতরের উদ্যোগে দ্রুত এল বিদ্যুৎ

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর, ধসে মৃত ১

সংবাদদাতা, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার : অতিবৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত উত্তর। ফুঁসছে তিস্তা। সিকিমে ধস। এসেছে মৃত্যুর খবরও। পশ্চিম সিকিমে ধসের কারণে ভেঙে পড়েছে বাড়ি। মৃত্যু হয়েছে গ্যালশিং জেলার লুনজিক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের। চারটি গবাদি পশুর। এদিকে, ভুটান পাহাড়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, সঙ্গে ডুয়ার্স জুড়ে গত রাতের প্রবল বর্ষণে ফুলে ফেঁপে উঠেছে শীলবাড়ি হাট এলাকার সঞ্জয় নদী। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা। যদিও জেলা বিদ্যুৎ দফতরের উদ্যোগে দ্রুত বিদ্যুৎ ফেরানো সম্ভব হয়েছে। নদীতে থাকা ডাইভার্সনটি ভেঙে গেছে জলের স্রোতে। ফলে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটার জাতীয় সড়ক। এর ফলে দুর্ভোগের শিকার এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। ফালাকাটা থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরের শীলবাড়ি হাট পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহার হয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে হয়েছে অনেককেই। কিন্তু যাঁরা একটু দেরি করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে অসমাপ্ত ব্রিজের ওপর দিয়ে লোহার রড ধরে ঝুলে কোনওরকমে নদী পার হয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেছেন। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ও পরীক্ষার্থীরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

■ সিকিমে ধসে ভেঙে পড়েছে বাড়ি।

কমিটির নয়া কার্যালয়ের সূচনা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নয়া কার্যালয়ের উদ্বোধন হল রবিবার। উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির এই কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। ছিলেন সন্দীপ বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ চৌহান, তিলক চৌধুরী, সুবীর মজুমদার প্রমুখ।

মেয়েদের হাতে তৈরি মায়ের মূর্তিতে নারীশক্তির জয়গান

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের অনুপ্রেরণা। তিনি যেমন রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করে সবাইকে ভাল রাখবার চেষ্টা করেন, তেমনি আলিপুরদুয়ার জংশনের এক মৃৎশিল্পের কারখানায় প্রতিমা গড়ার কাজ করে নিজেদের সংসারকে ভাল রাখবার কাজটাই বছরের পর মনের আনন্দে করে যাচ্ছেন লক্ষ্মী হাঁসদা, সুনীতা কাহার, রেখা রাজভড়ের মতো নারী মৃৎশিল্পীরা। নারীশক্তির সামনে পৃথিবীর প্রায় সব কাজই এখন তুচ্ছ। পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিমানচালনা থেকে মহাকাশ অভিযান, সবেতেই এগিয়ে এখন নারী। সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে ভারতের নারী সৈনিকদের। এবার মৃৎশিল্পের কারখানায় দেবী দুর্গার মূর্তি গড়ে তাক লাগাচ্ছেন একদল নারী। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় সম্পূর্ণ নারী শিল্পী পরিচালিত ওই মূর্তি গড়ার কারখানায় গিয়ে দেখা গেল মহিলারা এক মনে একে একে গড়ে তুলছেন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। সামনে দুর্গোৎসব, তার আগে রয়েছে বিশ্বকর্মা পুজো। তাই তাঁদের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। সকলে মিলে কেউ করছেন বিশ্বকর্মা। তৈরির কাজ কেউ বা করছেন দেবী দুর্গার। সকাল সকাল ঘর-সংসার সামলে এই নারী মৃৎশিল্পীরা চলে আসেন কারখানায়। এসেই লেগে যান মাটির তাল দিয়ে দেবদেবী তৈরির কাজে। কেউ ১৫ বছর, কেউ ১০ বছর, কেউ বা সদ্য যোগ দিয়েছেন কাজে। কিন্তু সকলের একই কথা, মনের আনন্দে এই কাজ করেন তাঁরা। কারখানার মালিক সুভাষ পাল প্রথম প্রথম তেমন ভরসা করতে না পারলেও বর্তমানে পুরো কারখানা ছেড়ে রেখেছে এই মাতৃশক্তির ওপরেই।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 September, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপির অন্দরের কোন্দল প্রকাশ্যে

দলীয় দফতরেই নেতাকে জুতোপেটা কাউন্সিলারের

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাচ্ছে না! বিজেপির কোন্দল, নেতাদের দুর্নীতি, ব্যভিচার সবই প্রকাশ্যে চলে আসছে। গতকাল শিলিগুড়িতে সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের হাতে শ্লীলতাহানির পর লজ্জা-অপমানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মহিলা মোর্চার সহসভাপতি দেবযানী সেনগুপ্ত। তার রেশ কাটতে না কাটতেই খড়্গপুর শহরে বিজেপি-র মহিলা নেত্রী তথা ৩১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মমতা দাসের দলেরই এক নেতাকে জুতোপেটা করার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

ঘটনাটি শনিবারের। অভিযোগ, ওইদিন বিজেপি-র সক্রিয় নেতা অশোক সিং দলীয় কার্যালয়ে ছিলেন। সেখানেই কাউন্সিলর মমতা দাস হঠাৎ তাঁকে পা থেকে জুতো খুলে মারতে থাকেন। ভাইরাল ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে, অশোক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও মমতা বেশ কয়েক ঘা দিয়ে দেন। এরপর অশোক নিজেই একটি ভিডিও রেকর্ড করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। তাতে তাঁর অভিযোগ, 'আমাকে চপ্পল দিয়ে মেরেছে। আমি পুলিশ ডাকছি। মহিলা হওয়ার সুবিধা নিচ্ছে।'

ভিডিওয় জুতো পেটানোর সেই দৃশ্য।

অশোকের দাবি, '২০২২ সালে ওকে জিতিয়ে এনেছিলাম। এখন খুব বড় হয়ে গিয়েছে। ওই ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ধারে চাউমিনের দোকান বসাতে চাইছিলেন। শনিবার কাউন্সিলর ওঁর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা চান। আমি প্রতিবাদ করতেই মমতা একজনকে নিয়ে পার্টি অফিসে ঢুকে আমাকে জুতো মারে।' তিনি আরও জানান, খড়্গপুর টাউন থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন এবং দলীয় নেতৃত্বকেও লিখিতভাবে বিষয়টি জানাবেন।

মমতার পাল্টা অভিযোগ, 'আমার গায়ে আগে হাত দিয়েছে। সব সময় বাজে ভাষায় গালাগাল করে। রাস্তায় বেরোলেই ছেলেদের পিছনে লাগিয়ে দেয়। তাই মেরেছি, নিশ্চয়ই মারব।' মমতার দাবি, 'অশোক সিং বিজেপি কর্মী নন। সমাজবিরোধী প্রকৃতির মানুষ। কোনও দলই ওকে নিতে চায় না।'

এ বিষয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার কটাক্ষ, অশোক সিং নিজেও তোলাবাজ। তোলা নিয়ে ওঁদের মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছে। তবে বিজেপি-র এটাই সংস্কৃতি।

নেপালে আটকে-পড়া শ্রমিক পরিবারের পাশে বিধায়ক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : নেপালে আটকে শ্রমিক। তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন তালডাংরার বিধায়ক ফাল্গুনি। নেপালে ঠিক কতজন শ্রমিক প্রকৃত অর্থে আটকে রয়েছেন তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা থাকলেও, ইতিমধ্যেই হিরবাঁধের লালবাজার এলাকার দশজন শ্রমিক কোনওমতে বাড়ি ফিরেছেন শুক্রবার। তবে সিমলাপাল ব্লকের পুখুরিয়া গ্রামের অন্তত কুড়িজন শ্রমিক এখনও নেপালের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূত্রে আটকে। দুর্গাপুজোর আগে তাঁরা ঘরে ফিরতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারগুলির।

রবিবার সকালে শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পুখুরিয়া গ্রামে পৌঁছন বিধায়ক ফাল্গুনি সিংহ বাবু। পরিবারের সদস্যদের আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, 'এখনও অনেক শ্রমিক বাড়ি ফিরতে পারেননি। যাতে তাঁরা পুজোর আগে ফিরে আসতে পারেন, সে জন্য জেলা প্রশাসনকে প্রশাসনিকভাবে সমস্ত রকম সহযোগিতা করার কথা বলেছি।'

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুলিশ ও প্রশাসন একযোগে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। এদিন বিধায়ক

শ্রমিকের বাড়িতে ফাল্গুনি সিংহ বাবু।

শ্রমিক পরিবারের বাড়ি থেকে সরাসরি ভিডিও কলে নেপালে আটকে-থাকা শ্রমিক মদন কর্মকারের সঙ্গে কথা বলেন। মদন জানান, নেপালের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই উন্নত। তাঁরা বাইরে বেরোতে পারছেন। সীমান্তও খুলে দেওয়া হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছেন।

বিধায়ককে পাশে পেয়ে খুশি স্থানীয় পরিবারগুলি। তাঁদের কথায়, দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোয় সাহস পাচ্ছেন তাঁরা। ফাল্গুনিও শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের যে কোনও সমস্যায় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

সবংয়ে ২৩৪ ভূমিহীনকে পাট্টাদান মানসের

সংবাদদাতা, সবং : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো বিভিন্ন জেলায় ভূমিহীনদের পাট্টা বিতরণ করা হচ্ছে। সেই মতো সবংয়ে ভূমিহীনদের পাট্টা বিতরণ করলেন মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। ২৩৪ জনের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পাট্টা তুলে দিলেন তিনি রবিবার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের সবং কৃষকবাজারে, রবিবার বিকেলে। মানস ছাড়াও ছিলেন জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ আবু কালাম বক্স, সবংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, সবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমি দাস দত্ত প্রমুখ।

সোনামুখীতে উদ্ধার ইন্ডিয়ান রক পাইথন

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : আবার সোনামুখী থেকে উদ্ধার বিশালাকার ইন্ডিয়ান রক পাইথন। যা নিয়ে এলাকায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনামুখীর শীতলঝোর এলাকায় একটি পুকুরপাড়ে স্থানীয়রা প্রথম বিশাল অজগরটিকে দেখতে পান। তারপর খবর দেওয়া হয় সোনামুখী বন দফতরে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে বন আধিকারিকেরা ইন্ডিয়ান রক পাইথনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাইথনটিকে সোনামুখীর গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। সোনামুখী রেঞ্জের বিট অফিসার ইদ্রিস সরকার জানান, ইন্ডিয়ান রক পাইথনটি ৯ ফুট লম্বা এবং ওজন ১৪ কেজি।

পুজোয় দর্শনার্থী সামলাতে বৈঠক

পুরুলিয়া

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুজোর ক'দিন রাত বাড়লেই ভিড় জমে পুরুলিয়া শহরের মণ্ডপগুলিতে। সেই ভিড়ে মানুষের যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে পুরুলিয়া পুরসভা। শহরের ইনডোর স্টেডিয়ামে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে প্রস্তাব দেন পুরপ্রধান নবেন্দু মাহালি। ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরাও। এদিন নবেন্দু বিশেষ গুরুত্ব দেন গ্রাম থেকে আগত মানুষদের গাড়ি পার্কিং, টুছইলার পার্কিংয়ের উপর। বলেন, গতবছর দেখা গিয়েছে

শহরে ঢোকার মুখগুলিতে গাড়ি পার্কিং করে রাখার জন্য রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। এবার তাই শহরের ভেতরে বেশ কয়েকটি ফাঁকা জায়গায় পার্কিং জোন করা হবে। রাস্তার ধারে গাড়ি পার্কিং করতে দেওয়া হবে না। বলেন, দেখা যায় গ্রাম থেকে আসা মানুষজন, বিশেষত মহিলারা পুজো দেখতে এসে টয়লেট সমস্যার মুখোমুখি হন। তাই এবার পাবলিক টয়লেটগুলি সারারাত খোলা রাখা হবে। যেখানে নেই, সেখানে ভ্রাম্যমাণ বায়ো টয়লেট রাখা থাকবে। তিনি পুজো কমিটিগুলিকে অনুরোধ করেন প্যান্ডেলে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকবে। পুলিশ প্রস্তাব দেয়, প্যান্ডেলে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে। শহর জুড়ে সিসি ক্যামেরার নজরদারি থাকছে, তবু কমিটিগুলি আলাদা করে ক্যামেরা বসালে ভাল হবে। উচ্চস্বরে মাইক বাজানো ও শব্দবাজি ব্যবহার না করার আবেদনও জানায় পুলিশ।

৪৫০ বছর ধরে অষ্টাদশভুজা পূজিতা হন দেব পরিবারে

মৌসুমি মাহালি ● মেদিনীপুর

শরৎকালীন মা দুর্গা দশভুজা। তবে অষ্টাদশভুজা রূপে পূজিতা হন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরের গড়সনাপোতা গ্রামের দেব পরিবারে। সারা বছর কংক্রিটের মূর্তি মন্দিরে পূজিত হয়। পুজোর সময় নতুন প্রতিমা গড়ে তোলা হয়। তবে সঙ্গে কার্তিক-গণেশ বা লক্ষ্মী-সরস্বতী থাকে না। পটচিত্রে তাঁদের অঙ্কন করা হয় এবং দাসদাসী সহকারে। দীর্ঘ প্রায় ৪৫০ বছর অষ্টাদশভুজার পুজো করে আসছে দেব পরিবার। এঁদের আদি বসবাস পশ্চিম মেদিনীপুরের আড়রাগড় গ্রামে। বর্গি আক্রমণের সময় তৎকালীন রাজা ত্রিলোচন দেব যুদ্ধে পরাজিত হন। তারপর বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে আরাধনা শুরু করেন। তৎকালীন বর্ধমানের রাজা বাঁকুড়া রায় দেব পরিবারে এসে অষ্টাদশভুজা দুর্গা মাতার পুজো শুরু

করেন। বর্গি আক্রমণের পর সেখান থেকেই চন্দ্রকোণা এবং ত্রিলোচনপুর হয়ে বর্তমানে গড়সনাপোতা গ্রামে অধিষ্ঠিত মা। পুজোর সময় শুধু প্রতিমাই নয়, গহনা থেকে সাজসজ্জা সবকিছু মাটি দিয়েই তৈরি হয়। গীতাষ্টমীর পরের দিন থেকেই কৃষ্ণ নবমাদি কল্প থেকেই ১৩ দিন ১৩ দেবীর পুজো হয়। ষষ্ঠীতে বেলবরণ এবং সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নানের মধ্য দিয়ে মূল পুজোর শুরু। সপ্তমী থেকে হয় হোমযজ্ঞ, চলতে থাকে দশমী পর্যন্ত। সন্ধিক্ষণের পর বিশেষ পুজো হয়। দেবনাগরী হরফে লেখা বিশেষ পুঁথির মন্ত্রে গোপন পুজো হয়। সন্ধিক্ষণে ছাগবলি এবং নবমীতে দণ্ডী কেটে মায়ের আরাধনায় মেতে ওঠে দেব পরিবার। বিশেষ রীতি হিসেবে পুজোর সময় পরিবারের কোনও সদস্যই বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না। পুজো দেখতে কয়েক লক্ষ মানুষ ভিড় জমান প্রতি বছর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অবৈধ পাথরখাদানে ধস নেমে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল ছয় শ্রমিকের। বীরভূমের নলহাটিতে। খাদানের মালিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। নাম সঞ্জীব ঘোষ ওরফে ভুলু। ধৃতকে এদিন রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়

আসানসোল জেলা হাসপাতাল উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে উঠছে

সংবাদদাতা, আসানসোল : আগে ছিল আসানসোল মহকুমা হাসপাতাল। ২০১৪ সালে আসানসোল জেলা হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর থেকেই আসানসোল জেলা হাসপাতালে পরিকাঠামো ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছে। সুপার ডাঃ নিখিলচন্দ্র দাস জানান, জেলা হাসপাতাল হওয়ার পর থেকেই শয্যাসংখ্যা থেকে উন্নত চিকিৎসা রোগীরা পাচ্ছেন। এমনকী জেলা হাসপাতালের সামনে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। তাতে মেডিসিন, সার্জারি, চক্ষু, গাইনি ওয়ার্ডে বেড বেড়েছে। হাসপাতালে সিটি স্ক্যান, ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন বসেছে। আধুনিক ওটি করা হয়েছে। এসএনসিইউ ওয়ার্ডে আগে ২০টি শয্যা ছিল, এখন তা বেড়ে ৬০টি হয়েছে। এসএনসিইউ ওয়ার্ডে যাওয়ার জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে র‍্যাম্প তৈরি করা হচ্ছে। গাইনি ওয়ার্ডে আগে শয্যাসংখ্যা ছিল ৫২টি, বর্তমানে ১৫০টি করা হয়েছে। আসানসোল জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কে কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট করা হয়েছে। এই ব্লাড ব্যাঙ্কে বছরে ১৩ হাজার ইউনিট ব্লাড ট্রানজ্যাকশন হয়। এমনকি দুর্গাপুর ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ব্লাড ব্যাঙ্কের কম্পোনেন্ট সেপারেশন ব্লাড আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে করা হয়।

দু'দিনে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের গয়না ও শাড়ির নিলাম

সংবাদদাতা, বর্ধমান : প্রতি বছরের মতো এবছরও বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে আগত ভক্তদের দেওয়া শাড়ি এবং স্বর্ণালঙ্কার নিলাম করা হল দু'দিন ধরে। শনিবার হয় শাড়ির নিলাম। সর্বমঙ্গলা ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য সঞ্জয় ঘোষ জানিয়েছেন, সর্বমঙ্গলা ট্রাস্ট বোর্ড শনিবার শাড়ি বিক্রি করেছে। প্রচুর হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি হয়েছে। পুলিশ উপস্থিত ছিল। রবিবার অবশিষ্ট থাকা কিছু শাড়ি ও স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করা হয়। তিনি জানিয়েছেন, শনিবার বেনারসি ১৭০টি, অন্য শাড়ি ৪২০টি এবং চাদর ২১টি সহ মোট ৬১১টি শাড়ি এই এক বছরে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে প্রণামী বাবদ ভক্তেরা দিয়েছেন। ২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার শাড়ি বিক্রি হয়েছে। রবিবার সোনার ১৪১টি সামগ্রী এবং রুপোর ৫৮টি সামগ্রী বিক্রি করা হয় ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকায়।

নথি আনিয়ে দিলেন ট্রাফিক ওসি, পরীক্ষা দিতে পারলেন রিমা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পরীক্ষা দিতে এসে সমস্যায় পড়েন পরীক্ষার্থী। বাড়ি থেকে নথি না আনায় পরীক্ষা দেওয়া হবে না যখন একপ্রকার নিশ্চিত, তখন ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বীরহাটা ট্রাফিক গার্ডের ওসি চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় দ্রুত নথি আনা হল। শেষমেশ পরীক্ষা দিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থী রিমা দত্ত। রবিবার ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষা। বর্ধমানের টাউন স্কুলে সিট পড়েছিল বর্ধমানের লক্ষ্মীপুর মাঠ এলাকার বাসিন্দা রিমা। নিয়ম অনুযায়ী আধার কার্ড, প্যান, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড বা পাসপোর্টের মধ্যে কোনও একটি নথি দেখানো আবশ্যক। রিমা পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের আগে দেখেন আধার কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছেন। সময়ের অভাবে বাড়ি গিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। তাই পরীক্ষায় বসা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কী করবেন বুঝতে না পেরে ছুটে গিয়ে কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্মীদের জানান। তাঁরা ওসির কাছে নিয়ে গেলে তিনি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রায় তিনশো মিটার দূরে থাকা একটি সাইবার ক্যাফেতে রিমাকে নিয়ে গিয়ে আধার কার্ডের কপি বের করে ফের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেন।

ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার ২২ মক্ষীরানি, গ্রেফতার ৫

সংবাদদাতা, কাঁথি : ভাড়াবাড়িতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মক্ষীরানিদের এনে চলছিল দেদার দেহব্যবসা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে সেই ভাড়াবাড়িতে হানা দিয়ে বড়সড় চক্রের নাগাল পেল পুলিশ। এই ঘটনায় ২২ মহিলাকে উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, রামনগরের চাউলখোলা ও পিছাবনি সংলগ্ন এলাকার কয়েকটি ভাড়াবাড়িতে মক্ষীরানিদের এনে রাখা হত। এরপর সেখান থেকে পাশের পর্যটনকেন্দ্র দিঘা, মন্দারমণির মতো বিভিন্ন জায়গায় টাকার বিনিময়ে মহিলাদের পাঠানো হত। রামনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে তিনটি ভাড়াবাড়িতে হানা দেয়। মোট ২২ জন মক্ষীরানি উদ্ধার হয়। যাঁদের বাড়ি মূলত কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, বর্ধমান, হুগলি, নদিয়ায়। পুলিশ এঁদের উদ্ধারের পাশাপাশি তিনটি বাড়ির মালিক ও মিডলম্যান হিসেবে কাজ করা এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে। বাড়ির মালিকদের নাম রামনগরের শান্তনু মাইতি, গুরুপদ জানা এবং অমলকুমার জানা। মিডলম্যান দম্পতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার আলাউদ্দিন মোল্লা ও তাঁর স্ত্রী সবিতা শেখ। তাঁরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন জায়গায় মক্ষীরানিদের পাঠাত। রবিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে তিন বাড়িমালিককে ১৪ দিনের জেল হেফাজত এবং মিডলম্যান দম্পতিকে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজত হয়। উদ্ধার হওয়া মক্ষীরানিদের হোমে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আরও কেউ জড়িত কি না দেখা হচ্ছে, জানিয়েছেন সিআই শুদ্ধসত্ত্ব দাস।

পরীক্ষায় নজরদারি এসডিওর

সংবাদদাতা, ঘাটাল : গোটা রাজ্যেই নির্বিঘ্নে হল এসএসসি পরীক্ষা। ঘাটাল মহকুমার আজ চারটি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট ২৮৬৬ জন পরীক্ষার্থী স্কুল সার্ভিস কমিশনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা দিলেন। চারটি সেন্টার হল— ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় ঘাটাল, বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়, ঘাটাল যোগদা সৎসঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয় এবং বড়দা বাণীপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়। পরীক্ষা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় তার জন্য পুরো পরীক্ষার সময়টা কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে তদারক করলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস।

কাটোয়ায় সঙ্গীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ইন্দ্রনীল, অরুন্ধতী, শিবাজিদের

সংবাদদাতা, বর্ধমান : তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন ও কাটোয়া পুরসভার সহযোগিতায় দু'দিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শেষ হল কাটোয়ার সংহতি মঞ্চে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে ১৩ ও ১৪ এই দুদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কাটোয়া সংহতি মঞ্চে। দু'দিনে মানুষের ঢল চোখে পড়ার মতো।

জানিয়েছেন, শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে প্রথম দিন গানের মাধ্যমে প্রবাদপ্রতিম শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কিশোরকুমার ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে মঞ্চে গান পরিবেশন করেন অরুন্ধতী হোমচৌধুরি, গৌতম ঘোষ, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজয় ভৌমিক, তৃষা পারুই, বিভবেন্দু ভট্টাচার্য, চন্দ্রিকা ভট্টাচার্য, অরিত্র দাশগুপ্ত ও শিবাজি চট্টোপাধ্যায় মতো নামী শিল্পীরা। দ্বিতীয় দিন শচীন দেব বর্মন, লতা মঙ্গেশকর, রাহুল দেব বর্মন ও শ্যামল মিত্রকে গানে শ্রদ্ধা জানান মনোময় ভট্টাচার্য, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অমিতকুমার গাঙ্গুলি, শুভশ্রী দেবনাথ, অর্পিতা দে, মাধুরী দে, ঐতিহ্য রায়, জয় ভট্টাচার্য ও মন্ত্রী তথা শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন প্রমুখ। দু'দিনে একঝাঁক শিল্পীর গান শুনে খুশি সবাই। ছিলেন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শম্পা ধাড়া, কল্লোল মুখোপাধ্যায়, মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন, চেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা, শান্তনু কোনার, মাম্পি রুদ্র প্রমুখ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বাঁচানো টাকায় মহিলাদের পুজো

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : গ্রামে দুর্গাপুজো হয় না। পাশের গ্রামে যেতে হত মহিলাদের। তাই গ্রামের মহিলারা নিজেদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জমানো টাকাতেই শুরু করছেন পুজো। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কমরগঞ্জ গ্রাম। এই গ্রামে অন্য পুজো হলেও কোনওদিন দুর্গাপুজো হয় না। ফলে পুজোর সময় গ্রামের মহিলাদের পাশের ৮ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে যেতে হত। সেই আক্ষেপ ঘুচতে চলেছে। কমরগঞ্জ গ্রামের ১৫-২০ জন মহিলা উদ্যোগ নিয়েছেন দুর্গাপুজোর। গ্রামের একটি আটচালাকে বেছে নেওয়া হয়েছে মণ্ডপ হিসাবে। প্রস্তুতি জোরকদমে। নাম দেওয়া হয়েছে কমরগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব, পরিচালনায় কমরগঞ্জ ভারতী সংঘ মহিলা দুর্গোৎসব কমিটি। অন্যতম সদস্য মুনমুন কুণ্ডু, পিঙ্কি দাস, কৃষ্ণা সাহারা জানান, কমিটির মহিলারা তাঁদের জমানো লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দেবেন, সেই সঙ্গে গ্রামে বাকি পরিবারের মহিলাদের কাছেও আবেদন করা হয়েছে। ভাল সাড়া মিলছে। পুজো নিয়ে গ্রামে মিটিং হয়েছে। প্রথম বছর, তাই খরচের ঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। মহিলারা সন্ধ্যায় শহরে দোকানে দোকানে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করছেন। মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গ্রামের পুরুষরাও। উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রতিমা পাত্র। বলেন, পুর এলাকায় আগে বছরে ১৫টি পুজো হত, এবছর দুটি বেড়েছে। তার মধ্যে কমরগঞ্জের মহিলাদের উদ্যোগে পুজোও রয়েছে। মহিলাদের এই পুজো চালিয়ে যেতে সরকারি অনুদানের জন্য আমার সাহায্য চাইলে অবশ্যই তা করব, জানান তিনি। চন্দ্রকোনা পুর এলাকায় প্রথম মহিলা পুজো ঘিরে তাই তীব্র উন্মাদনা সবার মধ্যে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইতিহাস স্মরণে পালন বালুরঘাট দিবস

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার পালন করা হল বালুরঘাট দিবস। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইতিহাস স্মরণ করে পালন করা হল দিনটি। ১৪ সেপ্টেম্বর বালুরঘাট দিবস পালিত হলো। ১৯৪২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটের ট্রেজারি বিল্ডিং থেকে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। তিনদিন স্বাধীনতার স্বাদ পান বালুরঘাটবাসী। সেদিনটি স্মরণ করে এদিন বালুরঘাট দিবস পালন করে বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটি। এদিন বালুরঘাট প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামনি বিহা। এদিন ডাঙ্গিতে শহিদবেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর প্রশাসনিক ভবন চত্বরে অবস্থিত তৎকালীন ট্রেজারি বিল্ডিং-এর সামনে শহিদবেদিতে মাল্যদান ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামনি বিহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটির সভাপতি পীযূষকান্তি দেব এবং সম্পাদক সুভাষ চাকী, সুশোভন চ্যাটার্জি, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ-সহ বালরঘাটের বিশিষ্ট মানুষজন। বালুরঘাট দিবস উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে। বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটির সম্পাদক সুভাষ চাকী বলেন, ১৯৪২ সালে ভারত বর্ষের জাতীয় নেতৃত্বরা বোম্বে থেকে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের ডাক দিয়েছিলেন। সেই আন্দোলনের ঢেউ আমাদের বালুরঘাট এসে পড়েছিল। বালুরঘাট মহকুমার বরেণ্য আন্দোলনকারীরা ১৪ সেপ্টেম্বর ডাঙ্গি থেকে দশ হাজার লোক নিয়ে মিছিল করে বালুরঘাটে এসে ট্রেজারি পোস্ট অফিস-সহ নানান জায়গায় ভারতবর্ষের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মকে বালুরঘাট তথা ভারতের ইতিহাস জানাতে এই দিনটি পালন করা হয়। এবং এই ইতিহাস জানতে পাঠ্যপুস্তকে যেন স্থান পায় সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা দাবি জানাব।

উদ্বোধনে জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামনি বিহা-সহ অন্যরা।

বালি ক্লাব সমন্বয় সমিতির চেয়ারম্যান কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগে বালি রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হল আগমনীর ভালবাসা। প্রায় ১৬০টি ক্লাবকে ৫,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ছিলেন কৈলাশ মিশ্র, মন্ত্রী অরুপ রায়, মনোজ তিওয়ারি, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, মোহনবাগান সভাপতি দেবাশীষ দত্ত, ক্লাব সমন্বয় সমিতির সভাপতি ভাস্কর গোপাল চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে।

১৬ সেপ্টেম্বর খুলছে জঙ্গল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: প্রায় তিনমাসের অপেক্ষার পর অবশেষে খুলে যাচ্ছে ডুয়ার্সের জঙ্গল। রাজ্য বন দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপরামারি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান-সহ অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলারও সব বনাঞ্চল পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। বন্যপ্রাণীর প্রজনন মৌসুম এবং বর্ষার ভৌগোলিক ঝুঁকির কারণে প্রতিবছরের মতো এবছরও জুনের মাঝামাঝি থেকে বনাঞ্চল বন্ধ ছিল। তিনমাস পর বনভূমি খোলার খবরে খুশির হাওয়া পর্যটন নির্ভর ব্যবসায়ী মহল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে। গাইড, জিপ-ড্রাইভার, লজ ও হোমস্টে-মালিকরা দীর্ঘদিন ধরে পর্যটকশূন্য অবস্থায় পড়েছিলেন। উৎসবের মরশুম ঘনিয়ে আসতেই জঙ্গল খোলার সিদ্ধান্তে তাঁরা নতুন আশার আলো দেখছেন। পর্যটক ব্যবসায়ী তরুণ সরকার বলেন, প্রতিবছর দুর্গাপূজার আগে থেকেই ডুয়ার্সে পর্যটকের ভিড় শুরু হয়। বনভূমি খোলার খবর আসতেই ইতিমধ্যেই বুকিংয়ের চাপ বাড়ছে। মালবাজার, মেটেলি, লাটাগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি সর্বত্রই পর্যটনকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। বনভূমির প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তা মেরামত, ওয়াচ টাওয়ার সংস্কার, জিপ সাফারি ও অন্যান্য পরিকাঠামো সাজানো সব কাজ ইতিমধ্যেই সেরে ফেলা হয়েছে।

ডুয়ার্স

দুর্গাপুজোর আগে বারুইপুর পশ্চিমের ২০০টি পুজো কমিটিকে পুজো ও আরতির সামগ্রী উপহার হিসেবে তুলে দিলেন বিধায়ক তথা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেড় কোটির ব্যয়ে প্রকল্পের শিলান্যাস

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ময়নাগুড়ির ভুরঙ্গের বাড়ি হাসপাতাল পাচ্ছে নতুন ভবন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১০ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি প্রশাসনিক সভা থেকে এই হাসপাতালের নতুন ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন। এরপর রবিবার অনুষ্ঠিত হয় ভূমিপুজা ও দোয়া প্রার্থনা অনুষ্ঠান। এই হাসপাতাল ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। ভূমিপুজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি শিবশঙ্কর দত্ত, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

মণ্ডপ পরিদর্শনে প্রশাসনের নজরদারি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: শারদীয়া দুর্গোৎসবের আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। ইতিমধ্যেই জোরকদমে চলছে মণ্ডপ গড়ার প্রস্তুতি। আর ঠিক এই সময়েই পুজো যাতে নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে মালবাজার ও ধূপগুড়ির একাধিক মণ্ডপ পরিদর্শন করে প্রশাসনের বিশেষ দল। মালবাজার শহর ও আশপাশের এলাকায় এই পরিদর্শনে ছিলেন মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ, আইসি সৌমজিৎ মল্লিক, দমকল ও বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিক এবং পুরসভার প্রতিনিধিরা। তাঁরা মাল কলোনির সর্বজনীন দুর্গামণ্ডপ, রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম-সহ একাধিক মণ্ডপের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন।

অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগের সুরক্ষা ও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপের দিকগুলো বিশেষভাবে যাচাই করা হয়। অন্যদিকে ধূপগুড়িতেও বেশ কয়েকটি মণ্ডপে যৌথভাবে পরিদর্শন করেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ছিলেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত এসপি (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ, এসডিপিও গ্যালসন লেপচা, আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা। প্রতিটি মণ্ডপে প্রবেশ ও প্রস্থান পথ ঠিকঠাক তৈরি হয়েছে কি না, ভিড় সামলানোর প্রস্তুতি কেমন, বিদ্যুৎ সংযোগ কতটা সুরক্ষিত এসবই খতিয়ে দেখা হয়।

জলে ফেলেই খুন করা হয়েছে মেয়েকে

(প্রথম পাতার পর)

একথা বলছি তার কারণ আমি দেখেছি ওর দুই কনুইয়ে ছড়ে যাওয়ার দাগ। একমাত্র ঠেলে দেওয়ার পর কনুই দিয়ে পড়লেই এই ধরনের কেটে যাওয়ার দাগ তৈরি হয়। অর্ণববাবুর বক্তব্য, যে তিনজন সে-সময় ঝিলের কাছে ছিল, তাদের জেরা করলেই আসল ঘটনা জানা যাবে। অর্ণববাবু আরও বলেন, অনামিকার মোবাইল পরীক্ষা করলেই সব ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, পুলিশ অনামিকার মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করে পরীক্ষা করা শুরু করেছে।

রবিবার শোকার্ত অর্ণব এবং তাঁর স্ত্রী জানান, অনামিকা পড়াশুনায় ভাল ছিল। কোনও ঝামেলার মধ্যেই থাকত না। প্রিয় ছিল সঙ্গে থাকা ব্যাগটি। ও কিছুতেই সেটা হাতছাড়া করত না কিন্তু অর্ণব জানালেন, সেই ব্যাগ এক অধ্যাপকের কাছ থেকে তিনি ফেরত পেয়েছেন। প্রশ্ন হল, ব্যাগটি অধ্যাপককে কে দিল? এই প্রশ্নের উত্তরও নিরসন করতে হবে। রবিবার পুলিশের পদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থল পরীক্ষা করেন। রাতে যেখানে অনুষ্ঠান চলছিল সেই জায়গাটিও পরীক্ষা করেন।

বেড়েছে বোনাস, ডুয়ার্স বাজারে কেনাকাটায় চা-শ্রমিকরা

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

রাজ্যের উদ্যোগে ২০ শাতাংশ বোনাস পেয়েছেন চা-শ্রমিকরা। যা বোনাস আইনের সর্বোচ্চ। হাসি ফুটেছে চা-শ্রমিকদের মুখে। এবার তাই পুজোর কেনাকাটায় কোনও খামতি থাকবে না। ডুয়ার্স বাজারে প্রতিটি দোকানে উপচে পড়ছে চা-শ্রমিকদের ভিড়। পরিবারের সদস্যদের পছন্দের শাড়ি, জামা কিনে দিচ্ছেন বিবেক ওরাওঁ, বেহুলা বরাইকরা। রবিবার ছিল ডুয়ার্সের বড় হাটবার। ওদলাবাড়ি, মালবাজার, মেটেলি, চম্পাগুড়ি ও লুকসান হাটে সকাল থেকেই দেখা যায় ভিড়। প্রায় ৫০টিরও বেশি চা-বাগান ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি এলাকা মানুষ এই হাটগুলিতে কেনাকাটা করতে আসেন। লুকসান হাটে জামাকাপড় ও জুতোর দোকানে ছিল বিশেষ ভিড়। ব্যবসায়ীরা রানা সরকার জানান, রাজ্য সরকারের ঘোষণার ফলে এবার অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। সামনে পুজোর আগে আরও দুটো হাট আছে, আশা করছি বিক্রি আরও বাড়বে। মালবাজার হাটেও দেখা যায় জমজমাট পরিবেশ। সকালে বৃষ্টি থাকলেও দুপুরের পর আকাশ পরিষ্কার হতেই ভিড় বাড়তে থাকে। মহিলা-পুরুষ চা-শ্রমিকদের ভিড় দেখা যায় জুতো, জামা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রীর দোকানে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, দুপুরের পর থেকে বিক্রি বেড়েছে, আর সন্ধে পর্যন্ত বিক্রিবাট্টা চলেছে। একই ছবি দেখা যায় ওদলাবাড়ি ও মেটেলি হাটেও। তৃণমূল চা-বাগান ইউনিয়নের জেলা নেতা সঞ্জয় কুজুর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার সবসময় চা-শ্রমিকদের পাশে থেকেছে। ফলে পুজোর আগে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সজুড়ে খুশির আবহ স্পষ্ট।

ডাক্তারি পড়ুয়া খুনে ধৃত পড়ুয়া

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে আরজি করে পড়তে এসেছিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল উজ্জ্বলের। পুরুলিয়ার উজ্জ্বল মালদহ মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পড়ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তাদের। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন অনিন্দিতা। সোমবার কলকাতায় ফেরার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন তরুণী। এরপর উজ্জ্বলের ফোন পান অনিন্দিতার বাবা-মা। যুগলের মধ্যে যে-সমস্যা চলছিল সে-কথা জানিয়েছেন তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, প্রেমের সম্পর্কের জটিলতা থেকেই এই মর্মান্তিক পরিণতি। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চালাচ্ছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ছাত্রীর অন্তঃসত্ত্বার তত্ত্ব নিয়ে রবিবার সকাল থেকে অভিযুক্ত প্রেমিককে জেরা করছেন তদন্তকারীরা। রবিবার মালদহ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারপতি তাঁকে ছ'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বড়সড় দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পেল ইন্ডিগোর বিমান। লখনউ থেকে দিল্লিগামী এই বিমানে ছিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের স্ত্রী ডিম্পল যাদব। সবমিলিয়ে ১৫১ জন যাত্রী। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ রানওয়ে ছেড়ে টেক অফের মুখে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। বিপদ বুঝে পাইলট তড়িঘড়ি বিমানের ব্রেক কষেন

দিল্লি দরবার

15 September 2025 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

‘ভোট দিন আমাকে দেখেই’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথেই বিহারের ভোটারদের মনজয়ের চেষ্টা তেজস্বীর

পাটনা: বিহারের ভোটারদের মন জয় করতে ‘বাংলার দিদি’র পথ অনুসরণ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী স্লোগানকেই ভোট বৈতরণী পার করতে হাতিয়ার করলেন লালুপুত্র তেজস্বী যাদব। কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বিজেপিকে। সামান্য হলেও অস্বস্তিতে কংগ্রেস। জনসভায় দাঁড়িয়ে বিহারবাসীর উদ্দেশ্য লালুপুত্রের বার্তা, আপনারা ভোট দিন তেজস্বীর মুখ দেখে। ২৪৩ আসনে আমিই প্রার্থী। তেজস্বী নিজের ভাবমূর্তিকে বাজি ধরে বলেন, বিহারের জনতাকে বলব, প্রার্থী নয়, আমার মুখ দেখে ভোট দিন।

২৪৩ আসনে প্রার্থী আমিই

তেজস্বী যাদব বিহারের ইন্ডিয়া জোটের মুখ। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেসের, সপা, ডিএমকে, বামেদের প্রচারে নিয়ে গিয়ে প্রচারে যথেষ্ট চমক দিয়েছেন তেজস্বী। নীতীশ সরকারের জমানায় বিহার একবিন্দুও উন্নয়নের মুখ দেখেনি— ভোটাধিকার যাত্রায় জনমানসে এই ছবি তুলে ধরে জেডিইউ ও এনডিএ শরিকদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন তেজস্বী যাদব। যদিও তেজস্বী হঠাৎ এমন দাবি তোলায় খানিকটা চাপে বেড়েছে কংগ্রেসের। কারণ ইন্ডিয়া জোটের তরফে বিহারে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তার ঘোষণা এখনও বাকি। ২০২০ সালে তেজস্বীর মুখেই ভোটের লড়াইয়ে নামে আরজেডি। সেবার কার্যত ক্ষমতা দখলের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় মহাজোট। এবারে কিন্তু বিহার নির্বাচন উপলক্ষে মহাজোটের আসনরফা আদৌ চূড়ান্ত হয়নি। ২০২০ ভোটে ফলাফলের নিরিখে, আরজেডি ও বামেরা ভাল ফল করলেও কংগ্রেস তেমন উল্লেখযোগ্য ছাপ রাখতে পারেনি। এমনকী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বিহারে তেমন ছাপ রাখতে পারেনি। তাই তেজস্বীর বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মোদি-শাহর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের

ভারত-পাক ম্যাচের নেপথ্যে বিজেপির বেআইনি বেটিং

প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচকে কেন্দ্র করে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল। রীতিমতো তথ্য তুলে ধরে সাকেত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এই ম্যাচের নেপথ্যে রয়েছে আসলে বেআইনি বেটিং। এক্স হ্যান্ডেলে সাকেতের মন্তব্য, কারণটা খুবই স্পষ্ট। মোদি সরকার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের অনুমতি দিয়েছে শুধুমাত্র বেআইনি বেটিংয়ের সুযোগ করে দিতেই। সূত্রের খবর, রহস্যময় আইনবহির্ভূত বেটিং থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা আসছে বিজেপির কাছে। অনলাইন গেমকে সম্প্রতি নিষিদ্ধ করার অন্যতম কারণই হচ্ছে, তারা সেই শ্যাডো বেটিং শিল্প থেকে টাকা লুটছে। নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ড

সত্ত্বেও মোদি-শাহ ভারত-পাক ম্যাচকে উৎসাহিত করছে। আসল কারণটা কী? টাকা। তাঁদের শিরায় কোনও ‘সিঁদুর’ প্রবাহিত হচ্ছে না। বয়ে চলেছে শুধুমাত্র টাকা।

মোদি-শাহকে এক হাত নিয়েছেন তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্রও। সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল সাংসদ লিখেছেন, পাকিস্তানে রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। কিন্তু রক্ত আর ক্রিকেট একসঙ্গে চলতে পারে। বিশেষ করে, অমিত শাহর ‘একমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন’ পুত্রের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। সেরা দলই জয়লাভ করুক। লক্ষণীয়, পহেলগাঁও-এর ঘটনার পর পাকিস্তানকে পাল্টা জবাব দিতে অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে একাধিক জঙ্গি শিবিরের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সিন্ধু জল বণ্টন চুক্তিও স্থগিত করে ভারত সরকার। পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দেন নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ ও বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে পারে না। আর জল আর রক্তও একসঙ্গে বইতে পারে না। তৃণমূলের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিরোধীপক্ষে থাকার সময় এই বিজেপি প্রশ্ন তুলেছিল, ক্রিকেট এবং সন্ত্রাসবাদের সহাবস্থান কী করে সম্ভব? আজ মোদি-শাহ কি একটুও অস্বস্তিবোধ করছেন না?

মূল স্রোতে ফিরতে আত্মসমর্পণ

নয়াদিল্লি: দেরিতে হলেও গভীর উপলব্ধি— রক্তক্ষয় কোনও সমাধান নয়। তাই অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে আত্মসমর্পণ করলেন কিষেনজির স্ত্রী মাওবাদী নেত্রী সুজাতা। তেলেঙ্গানার গাদওয়াল জেলায় ৩ মহিলা সঙ্গীকে নিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দিলেন তিনি। তাঁর মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। দণ্ডকারণ্যে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার কাজের মধ্যে দিয়েই তাঁর অতিবাম রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ১০৬টি মামলা ছিল সুজাতার বিরুদ্ধে। কিন্তু দীর্ঘ ৪৩ বছর ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন এই সেন্ট্রেল কমিটির সদস্য। শুধু অত্যাধুনিক অস্ত্র নয়, তাঁর কলমের ধারও মন কেড়েছিল পাঠকের। ‘ময়না’ ছদ্মনামে তেলুগু পত্রিকায় গল্প লিখতেন তিনি। ২০১১ সালে কিষেনজি নিহত হওয়ার পর দলে তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে। তাঁর এই আত্মসমর্পণ নিঃসন্দেহে মাওবাদীদের কাছে একটা বড় ধাক্কা। এদিকে ঝাড়খণ্ডে যৌথবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে মাওবাদী নেতা মুখদেব যাদবের। মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ।

হিন্দি চাপানোর চক্রান্ত শাহর, তীব্র প্রতিবাদ তৃণমূলের

নয়াদিল্লি: দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো এবং সব ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে আরও একবার জোর করে সারা দেশে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর এই নির্লজ্জ আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের মতো বহুমাত্রিক বহুভাষার দেশে এই ধরনের আগ্রাসী আধিপত্যবাদ বিস্তার করতে দেওয়া যাবে না। এটা ফ্যাসিবাদী মনোভাব। আমাদের দেশের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ধারণাটাকেই বিজেপি আঘাত করছে। এই ভাবে হিন্দিকে জোর করে চাপানো যাবে না।

উল্লেখ্য, দেশের সর্বত্র হিন্দি আগ্রাসনের নীতি থেকে বিজেপি যে বিন্দুমাত্র সরছে না তার হাতেনাতে তার প্রমাণ মিলেছে রবিবার। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, দেশের বিচারব্যবস্থা, পুলিশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষাই ব্যবহার হওয়া উচিত। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই প্রশ্ন উঠেছে বিজেপির হিন্দি আগ্রাসন নীতি নিয়ে। মুখে সব ভাষাকে সম্মান জানানোর কথা বললেও আসলে যে বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা দেশের সর্বত্র হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন, তার হাতেনাতে প্রমাণ মিলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বয়ানেই। এর আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার আগে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, বাংলা-সহ দেশের কোথাও জোর করে হিন্দি চাপানো যাবে না। পরে মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়েই হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে সুপ্রিমো এম কে স্টালিন এবং শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরেও।

যোগীরাজ্যে আজব কাণ্ড, অনলাইন ভিডিও দেখে

নিজের লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশন যুবকের

প্রতিবেদন: অবাক কাণ্ড! অনলাইনে লিঙ্গ পরিবর্তনের ভিডিও দেখে নিজেই নিজের অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিলেন উত্তরপ্রদেশের যুবক! মারাত্মক এই কাণ্ডের যে রীতিমতো রক্তারক্তি অবস্থা, গুরুতর অবস্থায় ভর্তি করা হল হাসপাতালে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই অবাক সকলেই। আসলে অনেকদিন ধরেই লিঙ্গ পরিবর্তনের কথা মাথায় ছিল বছর কুড়ির যুবকের। পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার দিকটি মাথায় রেখেই চিকিৎসকের কাছে যাননি তিনি। তবে এতদিনের ইচ্ছে চেপে রাখতে না পেরে অবশেষে অনলাইনে লিঙ্গ পরিবর্তনের পদ্ধতি দেখে সেই ভাবে নিজের হাতেই নিজের উপর অস্ত্রোপচার করেন ওই যুবক।

সূত্রের খবর, উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আমেঠি জেলার বাসিন্দা ওই যুবক সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বহুদিন ধরে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তনের ইচ্ছে থাকলেও বাস্তবায়নের পথ খুঁজছিলেন তিনি। কাউকে না জানিয়েই জানিয়ে অনলাইনে ভিডিও দেখে নিজের উপর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেন তিনি। যদিও যুবক জানিয়েছেন তিনি এই নিয়ে এক স্থানীয় চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ভিডিওতে দেখানো পদ্ধতি মেনেই লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া করে অস্ত্রোপচারের ছুরি দিয়ে নিজের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু তার পরে আর কোনওমতেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারছিলেন না। এর মাঝেই অ্যানাস্থেশিয়ার প্রভাব কেটে যায়। ফলে মারাত্মক যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় তিনি আর থাকতে না পেরে বাড়ির মালিকের সাহায্য নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছন। আপাতত তাঁর অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল। এই ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় ছড়িয়ে পড়তেই চিকিৎসকরা বলছেন লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেডিক্যাল প্রসিডিওর আছে। নন মেডিক্যাল কোনও ব্যক্তি সেই পদক্ষেপ করতে গেলে তার ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে হাতেনাতে তা টের পেয়েছেন ওই যুবক।

বিরূপ প্রকৃতি, অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হল বৈষ্ণোদেবী যাত্রা

প্রতিবেদন: প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তীর্থযাত্রায় বাধা। জম্মু-কাশ্মীরে একনাগাড়ে বৃষ্টির কারণে পর্যটক-পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে যে, রবিবার থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় বৈষ্ণোদেবী মন্দির দর্শনের জন্য যাত্রা শুরুর কথা থাকলেও আবহাওয়া এতটাই খারাপ যে এই মুহূর্তে তা সংগঠিত করা যাবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার নতুন করে যাত্রার সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। গত অগাস্ট মাসে কাটরা থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার যাত্রাপথের মাঝে আধকুয়ারির ইন্দ্রপ্রস্থ ভোজনালয়ের কাছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল। দুর্যোগের পর থেকে এই তীর্থযাত্রা প্রায় দুই সপ্তাহ বন্ধ ছিল। ওই ভূমিধসে প্রায় ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন ২০ জন। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও কেন তীর্থযাত্রা বন্ধ করা হয়নি সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তাই এবার দুর্যটনা এড়াতে আগেভাগেই যাত্রা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

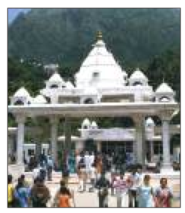

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিড-ডে মিলের খাওয়ার খেয়ে গুরুতর অসুস্থ বিজেপি শাসিত রাজস্থানের দৌসায় একটি সরকারি স্কুলের ৯০ জন পড়ুয়া। রুটি ও সব্জি খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে পড়ুয়ারা। খাবারে বিষক্রিয়াতেই এই বিপত্তি

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেই আন্দোলনে মৃতদের শহিদ ঘোষণা সুশীলার, অগ্রাধিকার স্থায়ী সরকার নির্বাচনে

প্রতিবেদন: নেপালের ইতিহাসে এই প্রথম। শপথ নিলেন মহিলা প্রধানমন্ত্রী। রবিবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সুশীলা কার্কি। দায়িত্ব নিয়েই স্পষ্ট করে দিলেন নিজের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। জানিয়ে দিলেন ছয় মাসের মধ্যে নতুন সরকার নির্বাচনই তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে নেপালের জেন জি-কে গুরুত্ব দিয়েই যে সরকার গঠিত হবে তা স্পষ্ট করতে গিয়েই আন্দোলনে মৃতদের শহিদ ঘোষণার কথা জানালেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। শহিদের পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা সরকারি সাহায্যেরও ঘোষণা করেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর অগ্রাধিকার নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী সরকারের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, নেপালের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির নেতা রবি লামিচানে শনিবার ফিরে গেলেন কাঠমান্ডুর নাখু জেলে। বিক্ষোভের সময় তাঁকে জেল থেকে জোর করে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, জন্মদিনের উপহারস্বরূপ জেলে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর কথায়, ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে দেশ নতুন প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছে। আশা, আর কোনও অবিচার হবে না তাঁর প্রতি।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুশীলা কার্কি দায়িত্ব নিলেন এমন একটা সময়ে যখন সামনেই অপেক্ষা করছে নেপালের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় উৎসব দশহরা বা বড়া দশাই। এই উপলক্ষে ১৫ দিন অফিস-কাছারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বন্ধ থাকে সবকিছু। বেতন থেকে শুরু করে উৎসব বোনাস, বকেয়া— সবকিছুই এই সময়ে মিটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। অথচ নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে নষ্ট হয়ে গেছে বহু নথি। এই সমস্যা সমাধান একটা বড় চ্যালেঞ্জ নতুন প্রধানমন্ত্রীর। দেশে উৎসবের মেজাজ ফিরিয়ে আনার প্রশ্নেও তাঁর ভূমিকা দেখার বিষয়।

শুক্রবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর রবিবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেন সুশীলা কার্কি। শনিবারই ঘোষণা করা হয় ২০২৬ সালের ৫ মার্চ নেপালে স্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন হবে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ শুরু করতে গিয়ে সেই কথাই স্মরণ করালেন সুশীলা। তিনি স্পষ্ট করে দেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষমতা পরীক্ষা করতে আসেননি। তাঁরা এই পদে ৬ মাসের জন্য রয়েছেন। তিনি বললেন, আমরা নতুন সংসদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেব।

নেপালে ২৭ ঘণ্টা টানা কোনও আন্দোলন এর আগে হয়নি বলেই দাবি নতুন প্রধানমন্ত্রীর। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে টানা সেই আন্দোলন চলেছিল। সেই সঙ্গে তিনি জানান, আন্দোলনের পিছনে বিভিন্ন ভাঙচুরে যারা অভিযুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। আন্দোলনকারীরা অরাজকতা নয়, দেশের অর্থনৈতিক সাম্য ও দুর্নীতির অবসান চেয়েছিলেন। রবিবারই গঠিত হতে পারে নেপালের অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা।

অভিবাসন-বিরোধী মিছিল ঘিরে সংঘর্ষে উত্তাল লন্ডনের রাজপথ

প্রতিবেদন: অভিবাসন-বিরোধী সমাবেশকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠল লন্ডন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে গেল দক্ষিণপন্থী আন্দোলনকারীদের। হিংসাত্মক জনতার আক্রমণে গুরুতর জখম হয়েছেন অন্তত ৩০ জন পুলিশ আধিকারিক। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উত্তেজিত জনতাকে সামাল দিতে গিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের কারও নাক ভেঙেছে, কারও বা দাঁত। অনেকের মাথায় গভীর ক্ষত। শনিবার অতি দক্ষিণপন্থী নেতা টমি রবিনসনের নেতৃত্বে অভিবাসনের বিরুদ্ধে এক বিশাল মিছিল বের হয়েছিল লন্ডনের রাজপথে। যোগ দিয়েছিলেন ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী নেতা এরিক জেমোর। আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কও। ডাক দেওয়া হয়েছিল 'ইউনাইটেড দ্য কিংডম' নামে এক সমাবেশের। ইংরেজদের অভিযোগ একটাই, প্রাক্তন উপনিবেশের লোকজনে ভরে যাচ্ছে দেশ। অন্তত দেড়লক্ষ মানুষ যোগ দিয়েছিলেন এই সমাবেশে।

মিছিলকারীদের দাবি, আমরা আমাদের দেশ ফেরত চাই। সরকারকে অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে হবে। ফেরত দিতে হবে বাক্‌স্বাধীনতা। স্লোগান ওঠে প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্টারমার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, অতিদক্ষিণপন্থী বিক্ষোভকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না ব্রিটেন। ব্রিটেনের পতাকাকে হিংসা, আতঙ্ক ও বিভাজনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। রবিনসনের পাল্টা অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট মিছিলও বের হয় লন্ডনে। হাতাহাতি বেধে যায় দু'পক্ষের মধ্যে। অশান্তি-হিংসার সূত্রপাত তখনই। এক্স পোস্টে রবিনসনের দাবি, ৩০ লক্ষের দেশপ্রেমিক দখল নিয়েছে মধ্য লন্ডনের রাস্তার।

বন্যাত্রাণের টাকায় জঙ্গিঘাঁটি পুনর্নির্মাণ

প্রতিবেদন: অস্বীকার করার আর জায়গা কোথায় পাকিস্তানের! দিনের আলোর মতো আবারও স্পষ্ট হয়ে গেল, ভারতের বিরুদ্ধে যাবতীয় সন্ত্রাসের মদতদাতা আসলে পাকিস্তানই। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পরে ভারতের প্রত্যাঘাতে যে নয়টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল

পাকিস্তান

ভারতীয় সেনা, সেই ঘাঁটিগুলোকেই নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আর সেই টাকা আসছে পাকিস্তানের বন্যাত্রাণ তহবিল থেকে। অর্থাৎ, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যের জন্য যে টাকা দিচ্ছে পাকিস্তান সরকার, সেটাই খরচ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী-ঘাঁটি পুনর্নির্মাণের জন্য। আবার সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে জঙ্গিঘাঁটিগুলো। ৩টি ঘাঁটির দশা হয়েছিল কঙ্কালসার। সেগুলিও ফের মাথা তুলছে। আগের মতোই জঙ্গিদের থাকা-খাওয়া এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে। গোপনসূত্রে খবর পেয়েই ভূস্বর্গে আবার জঙ্গিবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে যৌথবাহিনী। নেওয়া হচ্ছে চূড়ান্ত সতর্কতা।

এবারেও বহু বহিরাগত, হাল বোঝা গেল বিজেপি রাজ্যের

(প্রথম পাতার পর)

সাফল্য বা ব্যর্থতার খতিয়ান আসলে কত, এই তথ্য থেকে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে। শিক্ষামন্ত্রী এদিন ফের একবার মানবিকতার নিদর্শন দিয়ে বলেন, বাংলার সংস্কৃতি কোনওদিন ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের রাজ্যে পরীক্ষায় বাধা হয়নি বা হবে না। তিনি স্পষ্ট জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম, জাত-পাত, সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এমনকী আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিভাজন করেননি। তাঁর রাজনৈতিক দলের লোকেরাও কোনওদিন তাঁদের দিকে লাঠি নিয়ে তেড়ে যাননি। আর বাংলা বললে বাংলাদেশি বলে পুশব্যাক সিস্টেম করে দেওয়ার কাজও করেনি। তুমি অধম হইলে আমি উত্তম হইব না কেন। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের যে সিদ্ধান্ত নেহরু করেছিলেন তখন বাংলা নিয়ে কোনও বিতর্ক ছিল না। সেই বিতর্ক ছিল মহারাষ্ট্রে, দক্ষিণ ভারতে। বিজেপিশাসিত রাজ্য থেকে যাঁরা পরীক্ষা দিতে আসছেন তাঁরা শিক্ষিত বেকার। আমরা তাঁদের অপমান করব না। আমরা চেষ্টা করব সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা যাতে নিতে পারেন। কম্পিটিশন হিন্দি ও ইংরেজি মিডিয়ামে হতে পারে। সরকারের কোনও পুশব্যাক সিস্টেম নেই।

বাংলার সরকার বারবার চাকরির দরজা খোলার চেষ্টা করলেও আদালত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে নিয়োগ-প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে রাজ্যে দু'দফায় এসএসসি-র লিখিত পরীক্ষা রবিবার শেষ হল। এরপরেও বিরোধী দলনেতা হুমকি দিয়ে চলেছেন মামলা করে এই পরীক্ষা প্রক্রিয়াকেও স্তব্ধ করে দেওয়ার। সেখানেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর প্রশ্ন, বিরোধী দলের কোনও কোনও দায়িত্ববান সদস্যের মামলা করার অধিকার রয়েছে। তাঁরা মামলা করতে পারেন। পরীক্ষা অত্যন্ত নির্ভুল হয়েছে। যাঁরা মামলা করবেন মনে রাখবেন যাঁরা পরীক্ষা দিলেন তাঁরা আমার-আপনার রাজ্যেরই ছেলে-মেয়ে।

সেই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, কিছু অডিও ঘুরছে— এসব বিরোধীরা বলেছিলেন। একটাও প্রমাণ নেই। প্রমাণহীন কিছু কথা হাওয়ায় ভাসিয়ে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কতটা উপকার হচ্ছে সন্দেহ রয়েছে।

বিদেশি সিনেমা দেখলেই মৃত্যুদণ্ড কিমের দেশে

প্রতিবেদন: রাষ্ট্রনায়কের স্বৈরাচার আর স্বেচ্ছাচার কোন ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এমনভাবে কেড়ে নেওয়া হয় দেশের নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার! অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও সত্যি, বিদেশি সিনেমা দেখলেই উত্তর কোরিয়ায় নেমে আসছে মৃত্যুদণ্ড। সেদেশের প্রেসিডেন্ট কিম জন উনের একনায়কতন্ত্রের বলি হচ্ছে কিশোররাও। বিদেশি সিনেমা এবং টিভি চ্যানেল দেখার 'অপরাধে' মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। কিমের

একনায়কতন্ত্রের এই ভয়াবহ রূপ ধরা পড়েছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টেই। শুধু তাই নয়, বিয়ের কনের সাদা পোশাকেও জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। স্বৈরাচারের এই ভয়াবহ রূপে স্তম্ভিত গোটা বিশ্ব। লক্ষণীয়, বিদেশি নাটক দেখার 'অপরাধে' উত্তর কোরিয়ায় গুলি করে মারা হয়েছে ৩০ জন কিশোরকে। গত বছরের ঘটনা। দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, বিদেশি নাটকের ভিডিও দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ওই ৩০ কিশোর। কিমের বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাদের। সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হল, বন্যায় মৃত্যুমিছিল রুখতে না পারার 'অপরাধে' কিমের নির্দেশে হত্যা করা হয় ৩০ জন সরকারি কর্মীকে। এটাও গতবছরের ঘটনা। রাষ্ট্রসংঘের দাবি, এভাবেই মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে কিমের দেশে। এমন নিষেধাজ্ঞা বিশ্বের আর কোনও দেশে নেই। প্রযুক্তির দাপটে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা বিস্মিত করছে গোটা দুনিয়াকে। কিন্তু মানবিকতার এমন ভয়ঙ্কর কণ্ঠরোধ কেন? আসলে উত্তর কোরিয়ার মানুষদের খুবই পছন্দের বিষয়, দক্ষিণ কোরিয়ার গান ও সিনেমা। এটাই অসহ্য মনে হয়েছে কিমের। সেই কারণেই মৃত্যুদণ্ডের বুলডোজার।

দু'দফার পরীক্ষাই নির্বিঘ্নে

(প্রথম পাতার পর)

মুখ্যসচিব, পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানান ব্রাত্য বসু। বলেন, দু'বছর ধরে চলা নানা ঘটনা, আবর্তের মধ্যে এই পরীক্ষা নেওয়া দুরূহ এবং শ্রমসাধ্য ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নিরন্তর সহযোগিতার ফলে, স্কুল সার্ভিস কমিশন যেভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে, মেধাকে গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা নিয়েছে, তার জন্য কোনও প্রশংসার ভাষাই যথেষ্ট নয়।

ব্রাত্য বসু পরীক্ষা শেষে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং পরামর্শে, পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বিতীয় এসএলএসটি পরীক্ষা সফল, নির্ভীক এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালিত করেছে। পরীক্ষার সাথে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন এবং প্রার্থীদের জন্য শুভকামনা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়ালে আয়োজিত হয় সারা বাংলা ছড়া ও কিশোর কবিতা উৎসব। প্রকাশিত হয় 'আলোর ফুলকি'। ছিলেন সাহিত্য জগতের বিশিষ্টরা

খোলা হাওয়া

আন্তর্বিদ্যালয় নাট্যোৎসব

» পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত শিশু কিশোর আকাদেমি সারা বছর ছোটদের জন্য নানান অনুষ্ঠান ও কর্মশালার আয়োজন করে। এই আকাদেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সুকুমার রায় স্মরণে তৃতীয় আন্তর্বিদ্যালয় নাট্যোৎসব। ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে তিনদিন ধরে দক্ষিণ কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে ১৫টি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করল বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। তিনশোরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়েছিল। সুকুমার রায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লীলা মজুমদার, বাদল সরকার, নবনীতা দেবসেনের মতো সাহিত্যিকদের গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করল তারা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নাট্যোৎসবে অংশ নিয়েছিল সরকারি, বাংলামাধ্যম স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস রায়, নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল ফৌজদার, সাহিত্যিক দীপান্বিতা রায়। ছোটদের অসাধারণ অভিনয়, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং পরিবেশনায় তিন বিচারকই মুগ্ধ। নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাঘাযতীন বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল গভঃ গার্লস হাইস্কুল এবং তৃতীয় বেলঘরিয়া জাতীয় বিদ্যানিকেতন ফর গার্লস। এছাড়া ভাল অভিনয় এবং গানের জন্য বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে চারজন। ১২ সেপ্টেম্বর, শেষদিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা অর্ণ মুখোপাধ্যায়, নাট্যব্যক্তিত্ব দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, শিশু কিশোর আকাদেমির সভাপতি অর্পিতা ঘোষ, শিশু সাহিত্যিক ও গবেষক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, শিশু সাহিত্যিক রূপক চট্টরাজ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিব শান্তনু চক্রবর্তী, মধুসূদন মঞ্চের প্রশাসন আধিকারিক সঞ্জয় চক্রবর্তী প্রমুখ। ধন্যবাদ জানান শিশু কিশোর আকাদেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহলানবিশ। প্রকাশিত হয় 'চিরসবুজ লেখা' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি স্কুলকে দেওয়া হয় ট্রফি। নাটকে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকেও পুরস্কার এবং শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। শিশু কিশোর অকাদেমির এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

ক্লাসিক্যাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল

» ১২-১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল ক্লাসিক্যাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য আকাদেমি এই উৎসবের আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলাবতী দেবী, অমিতা দত্ত, অলোকানন্দা রায়, অসীমবন্ধু ভট্টাচার্য, সুতপা তালুকদার, প্রীতি প্যাটেল, অনিতা মল্লিক, ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নৃত্যজগতের বিশিষ্টরা। সবাইকে স্বাগত জানান আকাদেমির ভারপ্রাপ্ত সচিব সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিনের নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীরা। পরিবেশিত হয় বিভিন্ন শৈলীর একক, দ্বৈত ও দলগত নৃত্য। দর্শকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

» ৩১ অগাস্ট উত্তর চব্বিশ পরগনার ইছাপুর গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরির অর্ডিন্যান্স ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় কাব্যে ছন্দে বর্ণমালায় সাহিত্য পরিবারের দ্বিতীয় বছরের আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুমিত বৈদ্য, কমল দে সিকদার, পিনাকী বসু, নিগমানন্দ মণ্ডল, সমীর চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রকাশিত হয় বাৎসরিক পত্রিকা ও সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক যৌথ সংকলন ও বেশকিছু একক গ্রন্থ। আয়োজিত হয় গুণিজন সম্মাননা ও কবি সম্মেলন।

তব জয়গানে

» সহায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১১ সেপ্টেম্বর, রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'তব জয়গানে ২৫' শীর্ষক অনুষ্ঠান। শুরুতেই ছিল শত কণ্ঠে আবাহনী এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আমার দুর্গা'র পরিবেশনা। এরপর ছিল পুজোর গানের বৈঠকি আড্ডা। অংশগ্রহণে ছিলেন হৈমন্তী শুক্লা, শ্রাবণী সেন, অলোক রায়চৌধুরী, শোভন গাঙ্গুলি এবং পৌষালী। তাঁদের নিবেদনে ছিল রবীন্দ্রসংগীত থেকে আধুনিক, প্যারোডি থেকে স্বর্ণযুগের গান। এরপর সৃজন মৌনিতার যৌথ উপস্থাপনায় ছিল 'দুর্গোৎসব'। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজোর পিছনে যে জানা-অজানা কাহিনি থাকে, তার সার্থক মঞ্চায়ন হয় এই উপস্থাপনায়। শেষ পর্বে পরিবেশিত হয় মহিষাসুরমর্দিনী। সৃজনের পরিচালনায় এতে অংশগ্রহণ করেন ৩৫ জন শিল্পী। মঞ্চ জুড়ে ছিল বিশাল লাইভ অর্কেস্ট্রেশন। অতিথি শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন দেবাদৃত চট্টোপাধ্যায়, তৃষা পাড়ুই, দিশা রায়, অরিত্র দাশগুপ্ত, মানালি বোস প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির ভাবনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন সৃজন ও মৌনিতা। রেডিও, টেলিভিশনের পরিধি থেকে বেরিয়ে মঞ্চে মহিষাসুরমর্দিনীর অভিনব উপস্থাপনা মুগ্ধ করে দর্শক-শ্রোতাদের। সহায় ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান দেবাঞ্জন দেব জানান, একটা বড় প্রযোজনায় অনেক শিল্পী অনেক সেক্টর কাজ করতে পারে, তাই আমাদের পরিকল্পনায় ছিল এমন বৃহৎ আকারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। 'তব জয় গানে ২৫' এই অনুষ্ঠানটি দর্শকদের কাছে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। এর থেকে আমরা অনুপ্রেরণা পাচ্ছি আগামী দিনে আরও নানা স্বাদের অনুষ্ঠান করার।

দূর অজানায়

» এবার পুজোর ছুটিতে গানে-গানে পাহাড় ভ্রমণের সুযোগ। বাংলায় ট্র্যাভেল সং 'দূর অজানায়' নিয়ে এল দ্যা ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সি। নিবেদনে খুকুমণি সিঁদুর ও আলতা। গানের শিল্পী অন্তরা চৌধুরী। সুদীপ্ত চন্দের কথা ও সুরে। সঙ্গীত আয়োজন করেছেন সৌম্য দাশগুপ্ত। ২৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ট্যুরিজম ডে, সেই উপলক্ষে সম্প্রতি চ্যাপ্টর টু-তে এই গানের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবজ্যোতি মিশ্র, পণ্ডিত প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, অন্তরা চৌধুরী, সৌম্য দাশগুপ্ত, সুদীপ্ত চন্দ, রণদীপ মুখার্জি, নীলাঞ্জন সাহা, রিয়া রায় চৌধুরী, দুর্বা রায় চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন দেবাশিস বসু। গানের শ্যুটিং হয়েছে যোগী ঘাটে।

সোপান সাহিত্য পুরস্কার

» ৫৩ বছর ধরে প্রচলিত সোপান সাহিত্য পুরস্কার এবার পেলেন উপন্যাস বিভাগে দেবাশিস পাঠক, কবিতায় সোনালী ঘোষ, প্রবন্ধে অনীশ ঘোষ প্রমুখ। বিষ্ণুপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাপকদের হাতে স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন ঔপন্যাসিক অভিজিৎ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীত। সমগ্র অনুষ্ঠাটি পরিচালনা করেন 'সোপান'-সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্মদ্বিশতবর্ষ উৎসবের সূচনা

» ঋষি রাজনারায়ণ বসুর জন্মের দ্বিশতবর্ষের শুভসূচনা হয়ে গেল মেদিনীপুর শহরে ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির সভাকক্ষে। ৭ সেপ্টেম্বর। মন্মথনাথ দাসের সভাপতিত্বে। ঐদিন রাজনারায়ণ ১৯৯ বৎসর পূর্ণ করেন। তিনি প্রায় দু'দশক মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের দীর্ঘ অধ্যায় এখানেই কাটে। মেদিনীপুরের ডাকঘরেই চিঠি আসত রাজনারায়ণ-সুহৃদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধুসূদন দত্তের। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ধর্মীয়-জীবন সাহিত্যিক-জীবন ও ব্যক্তি-জীবন নিয়ে বলেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিনহা, অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক গোপালচন্দ্র মিশ্র-সহ বিশিষ্টরা।

মঞ্চ কাঁপাল একঝাঁক তরুণ

» ভারতীয় বিদ্যাভবন এবং সংস্কৃতি সাগরের যৌথ উদ্যোগে একঝাঁক তরুণ প্রতিভাকে নিয়ে জিডি বিড়লা সভাঘরে ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল অভিনব শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর 'উড়ান'। এই আসরে ছিল তাল-ছন্দের সংমিশ্রণ। নৃত্য এবং তালবাদ্যের অভিনব মিশেল। ছিল কত্থকের যুগলবন্দি 'কৃষ্ণপ্রিয়া'। এই সময়কার দুই প্রতিভাবান শিল্পী বিশাল কৃষ্ণ এবং রাগিণী মহারাজ কত্থক পরিবেশনা করেন। ছিল 'হিন্দুস্থানী-কর্ণাটকী যুগলবন্দি'। এই অভিনব যুগলবন্দি তৈরি হয়েছিল হিন্দুস্থান এবং কর্ণাটকী ভায়োলিন, তবলা এবং মৃদঙ্গমের সংমিশ্রণে। হিন্দুস্থান ভায়োলিন বাজালেন ইয়াদনেশ রায়কর, কর্ণাটকী ভায়োলিনে সুমন্ত মঞ্জুনাথ, তবলায় আর্চিক ব্যানার্জি এবং মৃদঙ্গমে নন্দন।

মাঠে ময়দানে
15 September, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

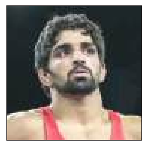

ভিনেশ ফোগটের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ১.৭ কেজি ওজন বেশি হওয়ায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ কুস্তিতে বাদ পড়লেন আমন শেহরাওয়াত

হকি ফাইনালে ব্যর্থ মেয়েরা

হাংঝাউ, ১৫ সেপ্টেম্বর : হরমনপ্রীত সিংদের কৃতিত্ব ছুঁতে পারলেন না সালিমা টেটেরা! ছেলেদের পর মেয়েদের হকিতেও এশিয়া সেরা হওয়ার সুযোগ ছিল ভারতের সামনে। কিন্তু রবিবার মেয়েদের এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে চিনের কাছে ১-৪ গোলে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে সালিমাদের। এই হারের ফলে আগামী বছরের হকি বিশ্বকাপেও সরাসরি খেলার সুযোগ হারাল ভারতীয় মহিলা হকি দল। ভারতকে এবার যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলেই বিশ্বকাপের টিকিট পেতে হবে।

সুপার ফোরেও চিনের কাছে ১-৪ গোলে হারতে হয়েছিল। তাই ফাইনাল ছিল ভারতীয় মেয়েদের কাছে বদলার মঞ্চ। শুরুটা ইতিবাচক ভাবেই করেছিল

ভারতের গোলমুখে চিনাদের হানা। রবিবার এশিয়া কাপ হকি ফাইনালে।

ভারত। ম্যাচের শুরুতেই পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন নভনীত কৌর। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখতে পারেনি ভারত। পাল্টা আক্রমণের ঝড় তুলে ২১ মিনিটেই ১-১ করে দেয় চিন। গোলদাতা ওই জিক্সিয়া ওউ। বিরতির সময় ম্যাচের ফল ছিল ১-১।

কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরু থেকেই চাপ বাড়াতে থাকে চিন। আর সেই চাপে ক্রমশ গুটিয়ে যেতে থাকেন ভারতীয়রা। ৪১ মিনিটে ২-১ করে দেন হং লি। পিছিয়ে পড়ে মরিয়া হয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়েছিলেন নভনীত, সঙ্গীতারা। কিন্তু ৫১ মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে ৩-১ করে দেন চিনা খেলোয়াড় মেইরং ঝাউ। আর এই গোলের পরেই ভারতীয়দের যাবতীয় লড়াই শেষ। দু'মিনিট পরেই জিয়াকি ঝং চতুর্থ গোল করে চিনের ৪-১ গোলে জয় নিশ্চিত করেন। ফাইনালে বড় ব্যবধানে হারলেও, এবারের এশিয়া কাপে যথেষ্ট ভাল খেলেছেন ভারতীয় মেয়েরা। গতবার সালিমারা তিন নম্বরে শেষ করেছিলেন। এবার শেষ করলেন রানার্স হয়ে।

বিশ্ব বক্সিংয়ে সোনা জেসমিন-মীনাক্ষীর

নূপুরের রুপো, ব্রোঞ্জ পূজার

দুই সোনার মেয়ে। মীনাক্ষী ও জেসমিন।

লিভারপুল, ১৪ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন জেসমিন লাম্বোরিয়া ও মীনাক্ষী হুডা। মেয়েদের ৫৭ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছেন জেসমিন। অন্যদিকে, মীনাক্ষী সোনা জিতেছেন ৪৮ কেজি বিভাগে। লিভারপুলে আয়োজিত প্রতিযোগিতা থেকে আরও দু'টি পদক ঘরে তুলেছে ভারত। হেভিওয়েট বিভাগে রুপো জিতেছেন নূপুর শেওরান এবং ৮০ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন পূজা রানি।

ফাইনালে জেসমিনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পোল্যান্ডের বক্সার জুলিয়া জেরেমেতা। যিনি আবার প্যারিস অলিম্পিকে রুপো জিতেছিলেন। কিন্তু একচেটিয়া প্রাধান্য রেখে ৪-১ ফলে জুলিয়াকে হারিয়ে সোনার দখল নেন জেসমিন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতার পর উচ্ছ্বসিত জেসমিনের প্রতিক্রিয়া, এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে দারুণ খুশি। প্যারিস অলিম্পিকে হারের পর, প্রচুর খেটেছিলাম। তারই পুরস্কার পেলাম। মিনাক্ষী আবার ফাইনালে হারিয়েছেন প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী কাজাখস্তানের বক্সার নাজিম কিজাইবেকে। মীনাক্ষীও ম্যাচ জিতেছেন ৪-১ ফলে।

অন্যদিকে, মেয়েদের হেভিওয়েট বিভাগের ফাইনালে লড়াই করেও হেরে গিয়েছেন নূপুর। তিনি পোল্যান্ডের আগাতা কাজমারস্কার বিরুদ্ধে ২-৩ ব্যবধানে হেরে রুপোতেই থামলেন। অন্যদিকে, ৮০ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের এমিলি অ্যাসকুইথের কাছে ১-৪ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন আরেক ভারতীয় বক্সার পূজা। ফলে ব্রোঞ্জ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে তাঁকে।

পেনাল্টি মিস মেসির হার ইন্টার মায়ামির

শার্লট, ১৪ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক বিরতি কাটিয়ে ক্লাব ফুটবলে ফিরেই ব্যর্থ লিওনেল মেসি। রবিবার মেজর লিগ সকারে শার্লটের কাছে ০-৩ গোলে হেরেছে ইন্টার মায়ামি। প্রথমার্ধে পেনাল্টি মিস করে দলকে ডুবিয়েছেন মেসি। অন্যদিকে, দুরন্ত হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের নায়ক শার্লটের ইদান টোকলোমাতি।

অ্যাওয়ে ম্যাচে শুরুটে দাপট বেশি ছিল ইন্টার মায়ামির। ৩০ মিনিটেই পেনাল্টি আদায় করে নিয়েছিল তারা। মেসিকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেছিলেন শার্লটের ডিফেন্ডার দিবরিল দেয়ান। কিন্তু মেসির নেওয়া পানেনকা শট সহজেই রুখে দেন শার্লটের গোলকিপার ক্রিস্তিয়ান খালিন। আর মেসির পেনাল্টি মিসের পর থেকেই খেলা থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে ইন্টার মায়ামি।

৩৪ মিনিটে শার্লটকে এগিয়ে দেন টোকলোমাতি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফের গোল করে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেই টোকলোমাতি। ৮৪ মিনিটে ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন শার্লটের ইজরায়েলি স্ট্রাইকার। এদিনের জয়ের পর, ৩০ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তিনে উঠে এসেছে শার্লট। অন্যদিকে, ২৬ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট পাওয়া ইন্টার মায়ামি নেমে গিয়েছে আট নম্বরে।

শার্লটের বিরুদ্ধে তিন গোলে হারের পর, ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো বলেছেন, দিনটা আমাদের ছিল না। খুব খারাপ খেলেছি। মেসির পেনাল্টি মিস দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। গোটা মরশুমে ও আমাদের সাহায্য করেছে। একটা মিসের জন্য ওর সমালোচনা করতে রাজি নই।

হতাশ মেসি।

খেতাব অধরাই লক্ষ্য-সাত্ত্বিকদের

রুপো হাতে লক্ষ্য।

হংকং, ১৪ সেপ্টেম্বর : শেষরক্ষা হল না। প্রায় দু'বছর পর কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছিলেন লক্ষ্য সেন। কিন্তু খেতাব জয় অধরাই রইল ভারতীয় শাটলারের। রবিবার হংকং ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে লক্ষ্য ১৫-২১, ১২-২১ সরাসরি গেমে হেরে গেলেন চিনা শাটলার লি শি ফেংয়ের বিরুদ্ধে। হতাশ করলেন, সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠিও। ভারতীয় জুটি ডাবলসের ফাইনালে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন।

গোটা টুর্নামেন্টে দারুণ খেলেছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু ফাইনালে তাঁকে আগাগোড়া চাপে রেখে ম্যাচ জিতে নেন ফেং। চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর আগ্রাসী মনোভাব এবং অসাধারণ নেট প্লে-র কাছে হার মানতে বাধ্য হন লক্ষ্য। প্রথম গেমে তাও কিছুটা লড়াই করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে লক্ষ্যকে কার্যত দাঁড় করিয়ে রেখে ম্যাচ বের করে নেন ফেং।

অন্যদিকে, সাত্ত্বিক ও চিরাগও দীর্ঘদিন পর কোনও টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছিলেন। খেতাবি লড়াইয়ে ভারতীয় জুটির প্রতিপক্ষ ছিলেন প্যারিস অলিম্পিকে রুপোজয়ী লিয়াং উই কেং এবং ওয়াং চাং। প্রথম গেম জিতে সাত্ত্বিকরা আশা উসকে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ২১-১৯, ১৪-২১, ১৭-২১ গেমে হেরে যান ভারতীয় জুটি।

এমবাপের দাপট, দশজনেও জয়

মাদ্রিদ, ১৪ সেপ্টেম্বর : রিয়াল সোসিয়াদাদের হোম ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপে নিজে তো গোল করলেনই, আবার করালেনও। ফরাসি তারকা এরকম ছন্দে থাকলে দলের জয় নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে হয় না। তাই রিয়াল মাদ্রিদ শুধু জেতেনি, দশজনে খেলেও বাজিমাত করেছে ২-১ গোলে।

১২ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গোল করে যান এমবাপে। কিন্তু এগিয়ে গিয়েও রিয়ালের বিশেষ স্বস্তি ছিল না ডিফেন্ডার ডিন হুইজসেন লাল কার্ড দেখায়। ফাঁকা ডিফেন্স সামাল দিতে গিয়ে তিনি মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন বিপক্ষের মাইকেল ওয়ারজাবালকে। কিন্তু একজন কম নিয়ে খেলেও রিয়ালকে থামানো যায়নি। বিরতির আগেই তারা দু'গোলে এগিয়ে যায় আর্দা গুলারের ক্লোজ শটে। তবে এই গোলের পুরো কৃতিত্ব এমবাপের। তিনি বল নিয়ে অনেকটা দৌড়ে এসে তুরস্কের মিডফিল্ডারের প্লেটে তা সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি জিতল সিটি

গোল উৎসব এমবাপের।

এরপর ৫৬ মিনিটে দানি কারবাহাল বক্সের মধ্যে হ্যান্ডবল করায় পেনাল্টি পেয়েছিল সোসিয়াদাদ। যা থেকে ব্যবধান কমান ওয়ারজাবাল। কিন্তু রিয়াল অতঃপর ডিফেন্সের কপাট আটকে দেওয়ায় আর এগোতে পারেনি স্থানীয় দল। এই জয়ের ফলে চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগায় শীর্ষেই থাকল রিয়াল। তাদের পরে আছে অ্যাটলেটিক বিলবাও।

এদিকে সিরি এ-তে ঘরের মাঠে সাত গোলের থ্রিলারে জুভেন্টাস ৪-৩ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিলানকে। নাপোলি ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ফিওরেন্টিনাকে। ম্যান ইউ থেকে লোনে আসা রাসমুস হজলুন্ড প্রথম ম্যাচেই গোল পেয়েছেন। অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগে ওয়েস্ট হ্যামের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তাদের ৩-০ গোলে হারিয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পার।

এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খারাপ সময় চলছেই। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে ০-৩ গোলে হেরেছে তারা। সিটির হয়ে জোড়া গোল আর্লিং হালান্ডের। একটি গোল ফিল ফোডেনের।

আমি অলস নই, লালাও নই। এসব বিরাটের বানানো। এভাবে বলা ওর স্বভাব। তোপ শামির

ডুরান্ডের ক্ষতে প্রলেপ, লিগের কাছে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল ৩ ডায়মন্ড হারবার ১

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে হেরেই বিদায় নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই ডায়মন্ড হারবারকে হারিয়ে ডুরান্ডের ক্ষতে প্রলেপ দিয়েই কলকাতা লিগ জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গেল মশালবাহিনী। রবিবার কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারকে ৩-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। চোট সারিয়ে ফিরেই সুপার সাব জেসিন টিকে জোড়া গোল করে লাল-হলুদের জয়ের নায়ক। একটি গোল ডেভিড লাললানসাঙ্গার। ডায়মন্ড হারবারের একমাত্র গোলদাতা পবন।

ডুরান্ডে ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দল খেলেছিল। দু'দলেই বিদেশি ফুটবলাররা ছিলেন। রবিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘরোয়া লিগের ম্যাচে দু'দলে কয়েকজন সিনিয়র দলের খেলোয়াড় থাকলেও মূলত ছিল তারুণ্যের ভিড়। তবে ইস্টবেঙ্গলের সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেসিন টিকে, আমন সিকে, পি ভি বিষ্ণুদের গতির কাছে পিছিয়ে পড়েছে ডায়মন্ড হারবার। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে প্রভাত লাকড়া, চাকু মাণ্ডি, বিক্রম প্রধানরাও ছিলেন অনবদ্য। তার পরেও মরিয়া লড়াই করেছে ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ডায়মন্ড হারবার প্রথম মিনিটেই ধাক্কা খায় রুহুল কুদ্দুস চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায়। শুভদীপ ঘোষকে নামিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন কোচ দীপাঙ্কর শর্মা। শুরুর ১৫-২০ মিনিট তুল্যমূল্য লড়াই হলেও দ্রুত মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। ২৭ মিনিটে ডেভিডের গোলে এগিয়ে যায় লাল-হলুদ। আমনের বাড়ানো বল ধরে বাঁ-দিক থেকে গোলের সামনে অনবদ্য পাস বাড়ান বিষ্ণু। তা থেকে বল জালে জড়ান ডেভিড। বিরতির আগে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন বিষ্ণু। ডায়মন্ড হারবার মূলত জবি জাস্টিনকে দিয়ে আক্রমণ শানানোর চেষ্টা করেছে। মাঝমাঠেও সেভাবে খেলা তৈরি হয়নি ডায়মন্ড হারবারের।

দ্বিতীয়ার্ধে সুপ্রদীপ হাজরা, পবনকে নামিয়ে টিমে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেন ডায়মন্ড হারবার কোচ দীপাঙ্কর শর্মা। পাল্টা আমন, ডেভিডকে তুলে জেসিন ও ভানলালপেকা গুইতেকে নামিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। আক্রমণ, প্রতিআক্রমণে খেলা হয়। ৭২ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় ডায়মন্ড হারবার। পলের সেন্টার থেকে হেডে গোল করেন পবন। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ফের গোল করে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। জেসিন-সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগলবন্দিতে ২-১ করে তারা। বাঁ-প্রান্ত থেকে সায়নের গোলের ঠিকানা লেখা পাস থেকে বল জালে জড়ান সুপার সাব জেসিন। এরপর ম্যাচের যোগ করা সময়ে দলের তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করেন কেরালাইট তরুণ।

ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের ভরসা প্রভাত লাকড়া ম্যাচ জিতে বলেন, ডায়মন্ড হারবারের কাছে ডুরান্ডে হারের প্রতিশোধ বলতে চাই না। বরং আমরা নিজেদের প্রতি ম্যাচে উন্নতির লক্ষ্যে খেলছি। কলকাতা লিগে অনেক জুনিয়ররা খেলছে। সবাই মিলে লিগ জিততে পারলে ভাল লাগবে। ডায়মন্ড হারবারের হেড কোচ কিবু ভিকুনা বলেন, ইস্টবেঙ্গলকে অভিনন্দন। ওরা বক্সে আমাদের টেক্কা দিয়েছে। তবে আমরাও লড়াই করেছি। সুপার সিক্সে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে ৬ পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলের। ডায়মন্ড হারবারের ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট। গোল পার্থক্যেও ডায়মন্ড হারবার ও বাকি চার দলের থেকে এগিয়ে তারা। ২২ সেপ্টেম্বর শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারালেই ৪০ বার কলকাতা লিগ জয়ের কীর্তি গড়বে ইস্টবেঙ্গল। তার আগে ১৮ সেপ্টেম্বর সুরুচির বিরুদ্ধে ইউনাইটেড পয়েন্ট নষ্ট করলে শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ড্র করলেই চলবে। এদিন ইউনাইটেড ২-০ গোলে হারায় কাস্টমসকে।

জোড়া গোলের পর জেসিনকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

সৌরভের ব্র্যান্ড

প্রতিবেদন : পুজোর আগে চমক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। আসছে বাংলার মহারাজের নতুন জামাকাপড়ের ব্র্যান্ড। সোমবার কলকাতার বুকেই নিজের ব্র্যান্ডের পোশাক লঞ্চ করবেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। সেই অনুষ্ঠানে হাঁটবেন র‍্যাম্পেও। সৌরভের ব্র্যান্ডের জামা, প্যান্ট, টি-শার্ট, পাঞ্জাবি থাকছে। সৌরভের নামের সঙ্গে মিলিয়েই ব্র্যান্ডিংয়ের নামকরণ করা হয়েছে। ব্র্যান্ডের নাম 'সৌরাগ্য'। নির্দিষ্ট অনলাইন অ্যাপে পাওয়া যাবে সৌরভের ব্র্যান্ডের পোশাক।

দলে পোড়েল

মুম্বই : রবিবার অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের সিরিজের জন্য ভারত 'এ' দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। দলে রয়েছেন বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। প্রথম ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন রজত পাতিদার। পরের দুটো ম্যাচে তিলক ভার্মা অধিনায়কত্ব করবেন। তিলক ছাড়া 'এ' দলে রয়েছেন এশিয়া কাপের স্কোয়াডে থাকা আরও তিন ক্রিকেটার—অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা ও অভিষেক শর্মা। তবে তিলক-সহ এই চার ক্রিকেটার খেলবেন দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে। প্রথম ম্যাচ ৩০ সেপ্টেম্বর। পরের দু'টি ম্যাচ ৩ এবং ৫ অক্টোবর। সবকটি ম্যাচই হবে কানপুরের গ্রিন পার্কে।

ট্রফির হাতছানি

বেঙ্গালুরু : দলীপ ট্রফি জয়ের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে মধ্যাঞ্চল। সোমবার খেলার পঞ্চম দিন মাত্র ৬৫ রান করলেই রজত পাতিদারদের ঝুলিতে জমা পড়বে এই ট্রফি। রবিবার বেঙ্গালুরুর সেন্টার ফর এক্সেলেন্সের মাঠে দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৪২৬ রানে। প্রথম দফায় তারা করেছিল ১৪৯ রান। মধ্যাঞ্চলের কুমার কার্তিকেয় চার ও সারাংশ জৈন তিনটি উইকেট নিয়েছেন। মধ্যাঞ্চল তাদের দ্বিতীয় ইনিংস খেলবে সোমবার।

ছ'বছর পর সিএবি সভাপতি সৌরভ

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সৌরভ। রবিবার।

প্রতিবেদন : প্রত্যাশামতোই ক্রিকেট প্রশাসনে ফিরলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছ'বছর পর সিএবি সভাপতি পদে প্রত্যাবর্তন হল ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সফল অধিনায়কের। তিন বছর পর ফিরলেন ক্রিকেটের প্রশাসনিক পদে। রবিবার বিকেলে সিএবি-তে সিএবি সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দিলেন সৌরভ। সঙ্গে তাঁর পুরো প্যানেল। সিএবি-তে এবারও নির্বাচন হচ্ছে না। সৌরভের বিরুদ্ধে পাল্টা মনোনয়ন বা কোনও প্যানেল জমা না পড়ায় ৬ বছর পর বঙ্গ ক্রিকেটের প্রশাসনে সৌরভের আনুষ্ঠানিক প্রত্যাবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা।

ক্রিকেট প্রশাসনে সৌরভের শুরুটা হয়েছিল বঙ্গ ক্রিকেটেই। সচিব থেকে সভাপতি। শীর্ষ পদ সামলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আবার বঙ্গ ক্রিকেটের মসনদে ফিরে নতুন ইনিংস শুরু করছেন। ২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সৌরভের যে প্যানেল সিএবি-তে জমা পড়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সচিব পদে প্রত্যাবর্তন হল বাবলু কোলের। যুগ্মসচিব পদে মদন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস এবং সহসভাপতি পদে এলেন অনু দত্ত। ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সিএবি সভাপতি ছিলেন সৌরভ। ২০১৯-এ তিনি বিসিসিআই-এর সভাপতি হন। রবিবার মনোনয়ন জমা দিয়ে বাংলার মহারাজ বললেন, নির্বাচনের জন্য আমি গত দেড় বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি। সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। আর ক্রিকেটে তো আমি মাঠে নেমে খেলব না। সেই কাজটা ক্রিকেটারদের করতে হবে। বাংলার ক্রিকেট নিয়ে কিছু পরিকল্পনা আছে। সেগুলো ধীরে ধীরে করার চেষ্টা করব।

সুনীলকে দলে ফেরালেন খালিদ

এএফসি এশিয়ান কাপ

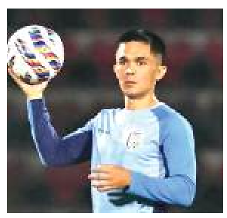

প্রতিবেদন : জাতীয় দলের কোচ হিসাবে অভিষেক টুর্নামেন্টেই সাফল্য পেয়েছেন। খালিদ জামিলের কোচিংয়ে কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। এবার খালিদদের চোখ এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে।

আগামী ৯ অক্টোবর ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ। এরপর ১৪ অক্টোবর ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে ভারতীয় ফুটবল দল। রবিবার ওই দুই ম্যাচের জন্য ৩০ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করলেন খালিদ। আর তাতে নাম রয়েছে সুনীল ছেত্রীর। কাফা নেশনস কাপে না খেললেও, সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথে অভিজ্ঞ সুনীলে আস্থা রাখলেন খালিদ। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরু শুরু হবে প্রস্তুতি শিবির। ঘোষিত দলে নাম নেই মোহনবাগান বা এফসি গোয়ার কোনও ফুটবলারের। তবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচ শেষ হলেই এই দুই দলের নির্বাচিত ফুটবলারদের জাতীয় শিবিরে ডাকা হবে বলে জানিয়েছে ফেডারেশন। কাফা নেশনস কাপের দলটাকেই মূলত ধরে রেখেছেন খালিদ। সঙ্গে সম্প্রতি অনূর্ধ্ব ২৩ দলের হয়ে নজরকাড়া ফুটবল খেলা ভিবিন মোহন, পার্থিব গগৈ, মহম্মদ সুহেল, মহম্মদ শানানদের প্রাথমিক দলে রেখেছেন খালিদ। এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে খুব একটা ভাল জায়গায় নেই ভারত। ২ ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে সবার শেষে রয়েছে ভারতীয় দল। অন্যদিকে, সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর। মূলপর্বে ওঠার আশা জিইয়ে রাখার জন্য সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচই জিততে হবে।

চ্যাম্পিয়ন হুগলি

প্রতিবেদন : ৬৯তম রাজ্য বিদ্যালয় ভলিবলে অনূর্ধ্ব ১৪ বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল হুগলি জেলা। ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হুগলি হারিয়েছে প্রতিপক্ষ উত্তর ২৪ পরগনাকে। মধ্য কলকাতা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত এই টুর্নামেন্ট হয়েছে বেলেঘাটা সুভাষ সরোবরের ভলিবল মাঠে। বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৮টি দল এতে অংশগ্রহণ করেছিল।

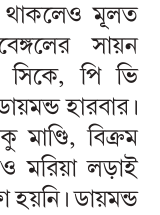

রবসন হয়তো শুরুতে নয়

প্রতিবেদন : তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফকে-র বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ প্রথম ম্যাচে নামার আগে জোর প্রস্তুতি চলছে মোহনবাগানে। আহালও আগেভাগে শহরে এসে নিজেদের অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছেন। রবিবারও তারা প্রস্তুতি সারে। মোহনবাগানকে থামানোর অঙ্ক কষছেন আহাল কোচ। মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ। ঘরের মাঠে আহালকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে মরিয়া সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

কোচ জোসে মোলিনা অনুশীলনে নানা পার্মুটেশন দেখে নিচ্ছেন। রবসন রোবিনহো দেরিতে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। মোলিনার সিস্টেমের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে মঙ্গলবার ব্রাজিলীয় ফুটবলারকে হয়তো শুরু থেকে খেলাবেন না বাগানের স্প্যানিশ কোচ। রবসন আসতে পারেন পরিবর্ত হিসেবে।

মোলিনার অধীনে মোহনবাগান অনুশীলনে যা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে পরিষ্কার, জেসন কামিন্স শুরু করবেন। তাঁর সঙ্গে আপফ্রন্টে দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং জেমি ম্যাকলারেনের মধ্যে একজন থাকবেন। মনবীর সিং চোট সারিয়ে ফিট না হওয়ায় কিয়ান নাসিরিকে শুরু থেকে খেলানোর ভাবনা মোলিনার। লেফট উইংয়ে লিস্টন কোলাসো এবং রাইট উইংয়ে হয়তো কিয়ান। মাঝমাঠে আপুইয়ার সঙ্গী হতে পারেন অনিরুদ্ধ থাপা।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 September, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

১৫-২০ দিনের মধ্যেই নতুন স্পনসরের নাম চূড়ান্ত হয়ে যাবে। জানালেন এক বোর্ড কর্তা

পাকিস্তানকে উড়িয়ে জন্মদিনে সূর্যোদয়

পাকিস্তান ১২৭/৯ (২০ ওভার)
ভারত ১৩১/৩ (১৫.৫ ওভার)

দুবাই, ১৪ সেপ্টেম্বর : একটা বিজ্ঞাপন খুব হিট হয়েছিল একসময়। দিন যায়, বছর যায়। জেনারেশন বদলে যায়। শুধু পাকিস্তানের কপাল বদলায় না!

দুবাইয়ের এই ম্যাচ আর একটা এপিসোড। এবার হার ৭ উইকেটে। এক-আধটা ঝটকা সূর্যদের ইনিংসে লাগেনি, তা নয়। এই যেমন দুই ওভারে দুই উইকেট চলে গেল। কিন্তু ওই যে বলে, জোর কা ঝটকা ধিরে সে লাগি। ঝটকা এল তিলক (৩১) ও ব্যর্থ ডে বয় সূর্যর (৪৭ নট আউট) ব্যাট থেকে। ওরা যে মার-মার করলেন এমন নয়। মারলেন, ধরলেন। কিন্তু পাক বোলিংয়ে সেই বৈচিত্র্য নেই যা ভারতের আছে। তাই চাপ কেটেও গেল। মুঠো আলগা হল। আর মোরাম বিছানো মসৃণ রাস্তা দিয়ে এশিয়া কাপে দ্বিতীয় জয় তুলে নিল ভারত।

সূর্যরা কেন এত সহজে জিতলেন তার অনেক কারণ। যেমন এই দলের কাছে ১২০ বলে ১২৭ কিছুই না। তা সে শুভমনের (১০) উইকেট যতই দ্বিতীয় ওভারে চলে যাক। অভিষেক প্রথম বল থেকে ঝোড়ো ব্যাটিং করলেন। শাহিনকে মারা ছক্কা এত ভাল কানেক্ট হল যে নিমেষে মিড উইকেটের বাইরে। কিন্তু সব বলে বাউন্ডারি হয় না কে বোঝাবে! শুভমনের পর এটাও আইয়ুবের শিকার। স্টেপ আউট করতে গিয়ে ফেরত গেলেন ৩১ করে।

পাকিস্তান ৬০টা ডট বল খেলেছে। ভারতের ইনিংস এটা হয়নি। আসলে সূর্যর এই ছেলেরা এত বেশি টি-২০ ম্যাচ খেলেন যে বাউন্ডারির ঝড়েও সিঙ্গলস ভোলেন না। ৩.৪ ওভারে ৪১/২ হয়ে যাওয়ার পরও তাই পাওয়ার প্লে-র শেষে রেকর্ড রান হয়েছে। সূর্যর পাক ম্যাচে বিশেষ রান নেই। কিন্তু এদিন সেই রানটাই পেয়ে গেলেন ৩৭ বলের ইনিংসে। শিবম দুবে নট আউট ১০ রানে। মঙ্গলবার পরের ম্যাচ ওমানের বিরুদ্ধে।

বয়কট-বয়কট গন্ধের মধ্যে দুটো জিনিস দেখার ছিল। মাঠ ভরে কি না আর পাক অধিনায়কের সঙ্গে সূর্যর করমর্দন হয় কি না। প্রথমটার উত্তর না। মাঠ পুরো ভরেনি। আর আঘার সঙ্গে সূর্য হাত মেলাননি টসে বা খেলার শেষে। শুধু টসে বলে গেলেন আমরা বল করতেই চেয়েছিলাম। সেটা হল বলে খুশি। যে ম্যাচটা আগে খেলেছি তাতে ভাল উইকেট ছিল। রাতের দিকে উইকেট আরও ভাল হয়েছিল। তবে আর্দ্রতা আছে বলে শিশির সমস্যা করতে পারে এখানে।

হার্দিক আর বুমরা প্রথম দুই ওভারে দুটো উইকেট তুলে নিয়ে পাকিস্তানকে খুব চাপে ফেলে দেন। কিন্তু পাওয়ার প্লে-র শেষে পাকিস্তানের রান দাঁড়ায় ৪২/২। অর্থাৎ

ব্যাট হাতে পাক বোলারদের উপর ছড়ি ঘোরালেন সূর্য। রবিবার দুবাইয়ে।

ফকর জামান (১৭) আর সাহিবজাদা ফারহান (৪০) ততক্ষণে ঘর সামলে নিয়েছেন। ফকর এই পাকিস্তান দলের এক নম্বর ব্যাটার। এদিন শুরু থেকেই আক্রমণের রাস্তায় ছিলেন। তার আগে ফারহান গোটা দুয়েক ছক্কা হাঁকিয়ে ফেলেছেন। সেটাও বুমরার বলে।

কিন্তু দুবাইয়ের কী হল? ভারত-পাক ম্যাচ মানে টিকিটের হাহাকার। স্টেডিয়ামের আশপাশে দিনভর জনস্রোত। কিছুই যে রবিবার হল না। ২৫ হাজারি স্টেডিয়াম হয়তো আধা ভর্তি হল, কিন্তু উচ্ছ্বাস কোথায়? ক্রিকেট কর্তাদের চেনা ভিড়টাও পুরোপুরি অনুপস্থিত। বিসিসিআই কর্তারা যে যার খুব জরুরি কাজ দেখিয়ে এই ম্যাচে গরহাজির থাকলেন। নাকি সোশ্যাল মিডিয়ার দাবি মতো নিজেদের মতো করে বয়কটে শামিল হলেন! কে জানে।

গৌতম গম্ভীর ছেলেদের বলে দিয়েছিলেন, ম্যাচ ছাড়া কিছুতে মন দিও না। এমনকী প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে প্রথা মেনে সূর্যকে পাঠানো হয়নি। এলেন রায়ান টেন দুশখাতে। এটা টিম ম্যানেজমেন্টের সেফ খেলা। সহকারী কোচকে আর এইসব টেনশন নিয়ে কে প্রশ্ন করবে! তার উপর ১০ ওভারে ৪৯/৪ হয় যাওয়ার পর এমনিতেই টেনশন গলা শুকিয়েছিল পাক সমর্থকদের।

দুটো দলই আগের ম্যাচের একাদশ নিয়ে মাঠে নেমেছিল। অশ্বিনের মতো প্রাক্তন যতই অর্শদীপের জন্য গলা ফাটান, গম্ভীর নিজের কমফোর্ট জোন থেকে নড়েননি। অর্থাৎ সেই শিবম দুবে। কিন্তু সূর্যদের এহেন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। লোয়ার অর্ডারে ব্যাটার বাড়াতে গিয়ে জেনুইন বোলারকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না তো! এই জমানায় ব্যাপারটা এমন যে একটু বল করলেই হবে, ব্যাটটা ভাই ভাল করতে হবে। ভারতীয়দের মধ্যে টি-২০ ক্রিকেটে বেশি উইকেট নেওয়া অর্শদীপকে তাই বেচারাই বলতে হচ্ছে।

তিন স্পিনারে গিয়ে ভারত আগেই চাপে ফেলে দিয়েছিল সলমন আঘার দলকে। এখানে রাত বাড়লে উইকেট আরও স্লো হবে। বল ঘুরবে। সূর্যর হাতে কুলদীপ, বরুণ ও অক্ষরের মতো স্পিনার থাকায় এগিয়ে ছিল ভারত। আর সেটাই হল। প্রথম দুই ওভারে হার্দিক আর বুমরা দুটো উইকেট তুলে নেওয়ার পর বাকিটা সেরে দিলেন স্পিনাররাই। আগের ম্যাচে চার উইকেট নেওয়ার পর এই ম্যাচে ১৮ রানে ৩ উইকেট কুলদীপের। দুই উইকেট নেন অক্ষর। তবে শাহিন আফ্রিদি ১৬ বলে ৩৩ নট আউট না থাকলে পাকিস্তান ১২৭/৯ করতে পারত না।

অর্শদীপ নিয়ে ফের তোপ অশ্বিনের

ব্যাটারদের বোলার করার চেষ্টা হচ্ছে

দুবাই, ১৪ সেপ্টেম্বর : শিবম দুবে কি সূর্যর দলের থার্ড সিমার? আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। আমার কাছে এটা শুধু শিবম দুবের ব্যাপার নয়। আমি দেখতে চাই একজন কোয়ালিটি বোলারকে। অর্শদীপ সিংয়ের বাদ পড়া নিয়ে নাম না করে কোচ গৌতম গম্ভীরকে ফের বিঁধলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেছেন, আমি মানছি যে টি-২০ ক্রিকেটে ব্যাটিং গভীরতা দরকার পড়ে। অন্য দলগুলোকে দেখুন। স্টার্ক, রাবাডা, রশিদ, জোফ্রা আর্চার সবাই কিছুটা ব্যাট করতে পারে। এই দলগুলো আসলে বোলারদের ব্যাটিংয়ের উপর জোর দিয়েছে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে উল্টো হচ্ছে। এখানে এমন ব্যাটারকে খোঁজা হচ্ছে যে কিনা বল করতে পারে। অথচ এর উল্টোটাই হওয়া উচিত।

৬৩ ম্যাচে ৯৯টি উইকেট নেওয়া অর্শদীপ টি-২০ ক্রিকেটে ভারতের সফলতম বোলার। কিন্তু তাঁকে এশিয়া কাপে এই নিয়ে দুটি ম্যাচে বসিয়ে রাখলেন গম্ভীর-সূর্যরা। বুমরা ও হার্দিকের পাশে তৃতীয় সিমার হিসাবে খেলছেন শিবম। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না অশ্বিন। পাকিস্তান ম্যাচের আগেই তিনি এটা নিয়ে গম্ভীরকে তোপ দেগেছেন।

অশ্বিন বলেছেন, গম্ভীরের উচিত জেনুইন বোলারদের ব্যাটের হাত ভাল করতে উদ্যোগ নেওয়া। কিন্তু এটা কোনওভাবেই কোনও জেনুইন বোলারকে স্যাক্রিফাইস করে নয়। কুলদীপ, বরুণ, অর্শদীপরা সবাই ব্যাট করতে পারেন। অশ্বিনের কথায়, অর্শদীপ বলের সঙ্গে ব্যাট হাতেও নিজেকে প্রমাণ করেছে। আর ওকে খেলাতেই হবে। ভাল বল করছে, ওর ভাল সময় যাচ্ছে। এই সময়কে অর্শদীপ কিন্তু ফিরে পাবে না।

খেলোয়াড় জীবনে অনেকবার ফিট থেকেও বসতে হয়েছে অশ্বিনকে। তিনি বলেছেন, এমন হলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তাই অর্শদীপের ভিতরের হতাশা তিনি ধরতে পারছেন। অর্শদীপকে ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টেই বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তার বদলে হরিয়ানার অংশুল কম্বোজকে ডেকে এনে একটি টেস্টে খেলিয়ে দেওয়া হয়। এবার এশিয়া কাপেও প্রথম দুই ম্যাচে বসতে হয়েছে পাঞ্জাবের বাঁহাতি সিমারকে।

সূর্য ৩৫

শুভেচ্ছা-বার্তা গম্ভীর, যুবরাজের

দুবাই, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার পাকিস্তান ম্যাচের দিনই ছিল ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ৩৫তম জন্মদিন। তাঁকে শুভেচ্ছায় ভরিয়েছে ক্রিকেটমহল। ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। সূর্য এভাবেই উঁচুতে উড়তে থাকো। প্রাক্তন অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং সূর্যকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, আকাশ তাদের জন্যই লিমিট হয় যারা বিশ্বাস রাখে ও সেটা সত্যি করে। তোমার জন্মদিন সুন্দর কাটুক সূর্য। ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে রয়েছে। ট্রফি নিয়ে এসো। জন্মদিনে স্বামীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সূর্যর স্ত্রী দেবিশা শেঠিও। তিনি লিখেছেন, আমার সবথেকে পছন্দের মানুষকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। লাভ ইউ নাও অ্যান্ড ফরএভার। এছাড়া সূর্যকে জন্মদিনের বার্তা দিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও।

স্মৃতি-প্রতীকার লড়াই সত্ত্বেও হার মেয়েদের

কাজে এল না স্মৃতি, প্রতীকার লড়াই।

মুল্লানপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে ৮ উইকেটে হার হরমনপ্রীত কৌরদের। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৮১ রান তুলেছিল ভারত। জবাবে ৪৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ২৮২ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

এদিন ভারতীয় দলের বড় রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার। স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতীকা রাওয়াল প্রথম উইকেটে ১৩০ বলে ১১৪ রান যোগ করেন। প্রতীকা শেষ পর্যন্ত আউট হন ৯৬ বলে ৬৪ করে। স্মৃতির অবদান ৬৩ বলে ৫৮। চলতি বছরে এই নিয়ে ১৫ ইনিংসে স্মৃতি ও প্রতীকা মোট ৯৫৮ রান যোগ করেছেন। মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে যা এক বছরে সর্বোচ্চ পার্টনারশিপের নতুন রেকর্ড!

তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকান হারলিন দেওলও। তিনি ৫৭ বলে ৫৪ করে আউট হন। তবে রান পাননি হরমনপ্রীত কৌর (১১) ও জেমাইমা রডরিগেজ (১৮)। শেষ দিকে, রিচা ঘোষ (২০ বলে ২৫ রান) ও দীপ্তি শর্মার (১৬ বলে অপরাজিত ২০ রান) ঝোড়ো ব্যাটিং ভারতকে তিনশোর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল। রান তাড়া করতে নেমে, ফোবে লিচফিল্ডের ৮৮ এবং বেথ মুনির অপরাজিত ৭৭ রানের সৌজন্যে ৩৫ বল হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড।